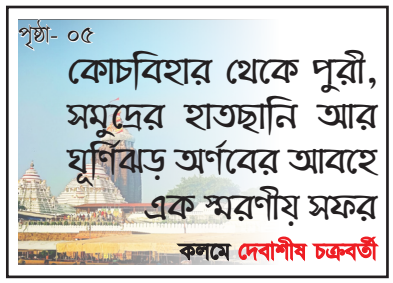
RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in





বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর - ১২ নভেম্বর, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪ Vol: 30, Issue: 22, Cooch Behar, Friday, 30 October - 12 November, 2026, Pages: 14 Rs. 3

সম্প্রীতির প্রতীক কোচবিহারের রাসচক্র

নিজস্ব প্রতিবেদন



কোচবিহার: ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অনন্য নজির কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন ঠাকুরের রাস উৎসব। ৩৪ ফুটের সুবিশাল রাসচক্র নির্মাণের দায়িত্ব আজও বংশপরম্পরায় পালন করে আসছে একটি মুসলিম পরিবার। দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই ঐতিহ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধি আমিনুর হোসেন।

কোচবিহারের হরিণচওড়া এলাকায় তোর্সা নদীর তীরে নিজের বাড়িতে বাঁশ, কাগজ, আঠা ওটি সুতো দিয়ে রাসচক্র তৈরির কাজ শুরু করেছেন আমিনুর। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৪ নভেম্বর মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে শুরু হবে ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। ওই দিন রাত ৯টায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন।

ধর্মীয় রীতি ও তিথি মেনে লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার গ্রহণ করে রাসচক্র নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন আমিনুর। প্রায় এক মাস ধরে চলবে এই কর্মযজ্ঞ। রাসচক্রের প্রতিটি অংশ নিখুঁতভাবে তৈরি করতে বিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়।

ইতিহাস অনুযায়ী, মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আমলে দুই শতাব্দীরও বেশি আগে ভেটাগুড়িতে মদনমোহনের রাস উৎসবের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ধলুয়াবাড়ি হয়ে ১৮৯০ সালে বর্তমান মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানেই স্থায়ী রূপ পায় এই উৎসব।

আমিনুরের পরিবার সূত্রে জানা যায়, তাঁর দাদুর বাবা পান মহম্মদ মিয়াঁর হাত ধরে রাসচক্র নির্মাণের এই পরম্পরা শুরু হয়। এরপর তাঁর বাবা আলতাফ মিয়াঁ এই দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন আমিনুর।

পূর্বপুরুষদের পরম্পরা ও ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে কাজ করা প্রসঙ্গে আমিনুর বলেন, “বড় একটি দায়িত্ব, তাই সমস্ত নিয়ম মেনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাসচক্র বানানোর চেষ্টা করছি। বংশপরম্পরায় চলে আসা এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখারও চেষ্টা চালাচ্ছি। তিথি ও নিয়ম মেনে আজ থেকে সম্পূর্ণ নিরামিষ খেয়ে কাজ শুরু করেছি।”

তবে এই প্রাচীন শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে তাঁর। আমিনুরের আক্ষেপ, বর্তমান বাজারে এই কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, তাতে আগামী দিনে বংশপরম্পরায় চলে আসা এই শিল্প ও ঐতিহ্য ধরে রাখা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সব মিলিয়ে, কোচবিহারের রাস উৎসবের রাসচক্র শুধু ধর্মীয় আচার বা শিল্পকর্মের প্রতীক নয়, এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও যৌথ সংস্কৃতিরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি মুসলিম পরিবারের হাতে হিন্দু ধর্মীয় উৎসবের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক নির্মাণের পরম্পরা আজও বহন করে চলেছে কোচবিহারের ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির বার্তা।

৩৮ বছরে মহাকালহাট অগ্রগামী সংঘের কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন



দিনহাটা: দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে গিয়েছে কালীপুজোর প্রস্তুতি। সেই আবহে মহাকালহাট অগ্রগামী সংঘের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হল কালীপুজোর খুঁটিপুজো। এবছর ৩৮তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে এই পুজো।

পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা। আয়োজকদের দাবি, এবছর পুজোমণ্ডপের অন্দরে থাকছে অভিনব চমক, যা দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। পাশাপাশি পুজো উপলক্ষ্যে নাচ, গান-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই প্রস্তুতিকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ছে। পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে এবং উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এখন থেকেই মহাকালহাট অগ্রগামী সংঘের ৩৮তম বর্ষের কালীপুজোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা।

পুকুরে মিলল শিশুর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন



কোচবিহার: কোচবিহারের বড়শাকদল হেদারহাট এলাকায় সম্প্রতি পুকুর থেকে আনুমানিক ১০ বছর বয়সি এক শিশুর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ ছিল শিশুটি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। এরপর বাড়ির পাশের একটি পুকুরে জাল ফেলে তল্লাশি চালানো হলে শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিশুটিকে বামনহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে শিশুটির পরিবার। এলাকাজুড়েও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কীভাবে শিশুটির মৃত্যু হল, তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

চাঁদকে ঘিরে ২২ ডিগ্রি বলয়, নজর কাড়ল রাতের আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন



কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহারের রাতের আকাশে চাঁদকে ঘিরে দেখা গেল এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। উজ্জ্বল সাদা আলোর বৃত্তাকার বলয়ে ঘেরা চাঁদের অপরূপ সৌন্দর্য নজর কাড়ে শহরবাসীর। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রাকৃতিক আলোকীয় ঘটনাকে বলা হয় ‘২২ ডিগ্রি লুনার হ্যালো’ বা ‘চন্দ্রবলয়’।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে থাকা সিরাস মেঘের বরফের সূক্ষ্ম কণার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো প্রতিসরিত হলে এই বলয় তৈরি হয়। চাঁদের চারপাশে প্রায় ২২ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বে এই বলয় দেখা যায়। ঘটনাটি খুব বিরল না হলেও রাতের আকাশে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হলে তা প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য একদিকে যেমন রাতের আকাশের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে, তেমনই বায়ুমণ্ডলে আলো ও বরফের কণার পারস্পরিক ক্রিয়ার এক চমৎকার উদাহরণ হিসেবেও পরিচিত। চাঁদের চারপাশে এমন আলোকবলয় দেখে অনেকেই বিস্মিত আর প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে শহরবাসীর আলোচনার বিষয়।

রেশন দোকানে খাদ্য দপ্তরের আকস্মিক পরিদর্শন



নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং উপভোক্তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী পাচ্ছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে গত ২৮ অক্টোবর বুধবার কোচবিহার সদর এলাকার একাধিক রেশন দোকানে আকস্মিক পরিদর্শন চালালেন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকেরা। কোচবিহার জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের উদ্যোগে এই পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনের সময় রেশন দোকানগুলিতে মজুত থাকা খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ ও গুণমান খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা। পাশাপাশি, সরকারি নির্দেশিকা মেনে উপভোক্তাদের নির্ধারিত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করা হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হয়।

দোকানে মজুত থাকা খাদ্যসামগ্রীর হিসাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের সামঞ্জস্য রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও নজর দেন দপ্তরের আধিকারিকেরা। রেশন বণ্টন ব্যবস্থায় কোনও অনিয়ম রয়েছে কি না, তা যাচাই করার পাশাপাশি সাধারণ উপভোক্তারা যাতে তাঁদের প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী পেতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

কোচবিহারে এইমস না-হওয়ায় ক্ষোভ, হতাশ জেলাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গে প্রস্তাবিত ‘অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস’ (এইমস) রায়গঞ্জের দীপনগরে স্থাপনের প্রশাসনিক ছাড়পত্র মেলার পরেই তীব্র হতাশা ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে কোচবিহারে। দীর্ঘদিন ধরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই সীমান্তবর্তী জেলায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দাবিতে এইমস গড়ার জোরদার দাবি উঠছিল। কিন্তু রায়গঞ্জের তিস্তা ময়দানের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সুস্পষ্ট ঘোষণার পর স্পষ্ট হয়ে গেল, এবারও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার এই মেগা প্রকল্প থেকে বঞ্চিতই থাকল কোচবিহার।

কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তরবঙ্গে এইমস স্থাপনের প্রাথমিক ইঙ্গিত মেলার পর থেকেই কোচবিহারবাসীর মনে আশা তৈরি হয়েছিল। জেলার সার্বিক ভৌগোলিক অবস্থান, অসমের নিকটবর্তী অঞ্চল এবং প্রতিবেশী দেশ ভুটানের চিকিৎসা নির্ভরতাকে হাতিয়ার করে কোচবিহারের নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ এখানে এইমস গড়ার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিল। চ্যাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ি স্থলবন্দর সংলগ্ন করিডর ছাড়াও কোচবিহার বিমানবন্দর চালু হওয়ায় এইমস স্থাপনের যৌক্তিকতা দাবি করেছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব। তবে রায়গঞ্জের পক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রকে জমি হস্তান্তরের সরাসরি প্রস্তাব পাঠানোর খবরে সেই আশার কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হলো।

এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও সামাজিক সংগঠনগুলি। ‘কোচবিহার স্বাস্থ্য মঞ্চ’-এর এক প্রতিনিধি বলেন, “জেলার রেফারেল পরিকাঠামো এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ বা শিলিগুড়ি-নির্ভর। জটিল রোগ বা অস্ত্রোপচারের জন্য সাধারণ মানুষকে ছুটে যেতে হয় কলকাতা বা দক্ষিণ ভারতে। কোচবিহারে একটি এইমসের মতো প্রতিষ্ঠান হলে কোচবিহার ছাড়াও আলিপুরদুয়ার ও নিম্ন অসমের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ উপকৃত হতেন। রাজনৈতিক সমীকরণের বলি হয়ে ফের প্রান্তিক এই জেলাটি ব্রাত্যই রয়ে গেল।”

ঘোষণার পর থেকেই বিরোধী শিবির প্রশ্ন তুলছে, জেলার শাসকদল ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সদিচ্ছার অভাব এবং নিষ্ক্রিয়তার কারণেই কি এইমস রায়গঞ্জের ঝুলিতে চলে গেল? যদিও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের দাবি, রায়গঞ্জের প্রস্তাবিত রূপরেখা অনেক আগে থেকেই নথিভুক্ত ছিল। তবুও কোচবিহার জেলা হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণ করে সুপার স্পেশ্যালিটি পরিষেবাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন তাঁরা। তবে সেই আশ্বাসে মানুষের মন গলছে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জেলাজুড়ে এখন কেবলই একরাশ আক্ষেপ। উন্নত চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি পাবেন উত্তর-পূর্বের এই প্রান্তিক জনপদের মানুষ, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও বিশ বাঁও জলে।

তারাপীঠের ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ

সংস্কার শেষে শুক্ল চতুর্দশীর আবির্ভাব তিথিতে মূল গর্ভগৃহে ফিরেছেন মা তারা। এ বার তারাপীঠ মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণে নতুন উদ্যোগ। আগামী ৬ নভেম্বর মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে ‘মহাশক্তি সঙ্গম’। বিশেষ মহাযজ্ঞ ও আধ্যাত্মিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের সূচনা হবে বলে মন্দির সূত্রে খবর।

তারা মাতা সেবাইত সংঘ এবং মল্লারপুরের রায়বাড়ির জগন্নাথ রায় পরিবারের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় জানান, মন্দিরের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

প্রতিদিনই তারাপীঠে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। বিশেষ তিথি ও উৎসবের সময় ভিড় আরও বাড়ে। ফলে দর্শনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, যাতায়াত এবং ভিড় সামলানো নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় কর্তৃপক্ষকে। এই পরিস্থিতিতে ভক্তদের দর্শন আরও সুশৃঙ্খল ও নির্বিঘ্ন করা এবং সাধক-সন্ন্যাসীদের সাধনার পরিবেশ বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে উন্নয়নের কাজে মন্দিরের প্রাচীন স্থাপত্য, ধর্মীয় রীতি ও ঐতিহ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

ইঞ্জেকশনে নয়, ক্ষুদ্রান্ত্রে ফুটো থেকেই মৃত্যু পবনের!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১১ বছরের বালক পবন যাদবের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন তথ্য সামনে এল। ভুল ইঞ্জেকশনের কারণে নয়, ক্ষুদ্রান্ত্রে ফুটো এবং তার জেরে সংক্রমণ থেকেই বালকের মৃত্যু হয়েছে বলে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গঠিত তদন্ত কমিটিও তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টেও ভুল চিকিৎসার অভিযোগের সমর্থন মেলেনি বলে হাসপাতাল সূত্রের দাবি।

গত ২৫ অক্টোবর রবিবার পবনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল কলেজের ‘মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব’ চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ ছিল, পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে শিশুরোগ বিভাগে আসার পর পবনকে প্রথমে ‘ড্রটিন’ এবং পরে ‘র্যা ন্টাক আইএম’ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেই সে শকে চলে যায় এবং তার মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের।

ঘটনার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইঞ্জেকশনের ব্যাচ নম্বর পরীক্ষা করে জানিয়েছে, একই ব্যাচের ইঞ্জেকশন অন্য রোগীদেরও দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা যায়নি বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

- ময়নাতদন্তে ক্ষুদ্রান্ত্রে ফুটো ও সংক্রমণে মৃত্যুর তথ্য।
- ভুল ইঞ্জেকশনে মৃত্যুর অভিযোগ তদন্তে উড়ল।
- পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষায় চিকিৎসকেরা।



মঙ্গলবার পুলিশের কাছে পৌঁছয় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, পবনের ক্ষুদ্রান্ত্রে ফুটো ছিল এবং পেটে প্রচুর পরিমাণে পুঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের অনুমান, সংক্রমণের জেরে ‘সেপসিস’ হয়ে বালক শকে চলে যেতে পারে। চিকিৎসার পরিভাষায় এই অবস্থাকে বলা হয় ‘ইন্টেস্টাইনাল পারফোরেশন’। তবে ক্ষুদ্রান্ত্রে ফুটো হওয়ার প্রকৃত কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন চিকিৎসকেরা।

ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ জয়দেব রায় জানান, শিশুদের ক্ষুদ্রান্ত্রে ফুটো হওয়ার ঘটনা বিরল। আলসার, টাইফয়েড, সংক্রমণ, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যথার ওষুধ খাওয়ানো কিংবা দীর্ঘদিনের কিছু শারীরিক অসুস্থতা এর কারণ হতে পারে। তবে পবনের ক্ষেত্রে ঠিক কী কারণে এই সমস্যা হয়েছিল, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পেটব্যথার পাশাপাশি দু’-তিন দিন ধরে জ্বরও ছিল পবনের। তবে পরিবারের দাবি, তার খাদ্যাভ্যাসে কোনও সমস্যা ছিল না এবং এর আগে এমন শারীরিক অসুস্থতার কথাও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সামনে এলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা।

পুরভোটের আগেই মহাজোটের ডাক শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের



নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: আগামী পুরনির্বাচনে বিজেপিকে রুখতে বাম ও কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে মহাজোটের ডাক দিলেন তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। গত ২৬ অক্টোবর সোমবার দলের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় বিজেপিবিরোধী সব দলকে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। তবে জোট নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ কংগ্রেস ও সিপিএম।

গৌতম দেবের অভিযোগ, দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধান বিপন্ন। ভোটে কারচুপি এবং এসআইআরের মাধ্যমে বহু মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাম ও কংগ্রেসকে একসঙ্গে আসতে হবে। পাশাপাশি, বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তবে তৃণমূলের জোটের প্রস্তাব নিয়ে এখনই ভাবতে রাজি নয় কংগ্রেস ও সিপিএম। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক জানান, এখনও তাঁদের কাছে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আসেনি। সংবিধান রক্ষায় বিজেপিবিরোধী দলগুলির সঙ্গে আন্দোলন চললেও পুরভোটে জোট নিয়ে আলোচনার সময় এখনও আসেনি।

একই সুর শোনা গিয়েছে প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য্যের গলায়। তাঁর বক্তব্য, গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় সব পক্ষকে নিয়ে আন্দোলনে তাঁরা প্রস্তুত। তবে নির্বাচনী জোটের সিদ্ধান্ত এ ভাবে নেওয়া যায় না। এ বিষয়ে দলের রাজ্য কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

অন্যদিকে, তৃণমূলের জোটের ডাককে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার আহ্বায়ক রাজু সাহার দাবি, মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই জোট করেও তৃণমূলের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

পুরভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই গৌতম দেবের মহাজোটের প্রস্তাব ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে দুদিনের সিবিআই হেফাজতে সোমনাথ দে

নিজস্ব প্রতিবেদন



কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-কে দু’দিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর আগে এই মামলায় মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়, হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকেও নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে তথ্যের হেরফের ও তড়িঘড়ি দেহ সৎকারের অভিযোগ ওঠায় সোমনাথের নাম এই মামলায় জড়ায়।

এদিকে শিয়ালদহ আদালতে শুনানির সময় নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী অমর্ত্য দে জোরালো আপত্তি জানান। তিনি বিচারকের সামনে অভিযোগ করেন যে, হাইকোর্টে সোমনাথের জামিনের আবেদন বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও সেই তথ্য সম্পূর্ণ গোপন করে নিম্ন আদালতে জামিন পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন অভিযুক্ত।

যোগী সরকারের কঠোর চরিত্র যাচাই নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন



নয়াদিল্লি: উত্তরপ্রদেশে হিংসাত্মক উপায়ে ‘জমানা বদল’-এর ডাক দেওয়া বা সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরি না দেওয়ার কঠোর চরিত্র যাচাই নীতি চালু করেছে যোগী সরকার। এলাহাবাদ হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে জারি করা এই নীতি অনুযায়ী, ২১ বছর বয়সের পর এবং যাচাইয়ের আগের তিন বছরের মধ্যে সহিংস উপায়ে ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যযুক্ত সংগঠনের সদস্য বা কার্যকলাপে যুক্ত প্রার্থীরা সরকারি চাকরির অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শ, এফআইআর বা ঝুলে থাকা মামলার কারণে প্রার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অযোগ্য হবেন না। পাশাপাশি, ৩০ দিনের মধ্যে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাকে যাচাই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশসহ বিরূপ রিপোর্টের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়েছে।যোগী সরকারের নতুন চরিত্র যাচাই নীতির তীব্র সমালোচনা করে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস একে ‘ব্রিটিশ রাজের’ ফরমানের সঙ্গে তুলনা করেছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার ভয় দেখানোর মানসিকতা থেকে সংবিধান স্বীকৃত প্রতিবাদের অধিকার খর্ব এবং বিচারকের ভূমিকা পালন করছে। ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্র করে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সঙ্গে শাসক শিবিরের সংঘাতের আবহে এই নীতি ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক চরমে উঠেছে।

হাসপাতালের বিল নিয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: জীবনদায়ী ওষুধের দাম নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। ডিলারের কাছ থেকে ১১ হাজার টাকায় কেনা একটি ইঞ্জেকশনের দাম রোগীর কাছ থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, হাসপাতাল চালানোর অন্য উপায় থাকতে পারে, কিন্তু রোগীদের কাছ থেকে এ ভাবে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যায় না।

গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে ওষুধের দাম সংক্রান্ত দুটি মামলার শুনানি হয়। সেখানেই সামনে আসে এই ঘটনা। এক ওষুধ ব্যবসায়ীর স্ত্রী একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য একটি ইঞ্জেকশনের দাম ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ধার্য করে হাসপাতাল। অথচ ওই ওষুধের ডিলার মূল্য ছিল মাত্র ১১ হাজার টাকা। রোগীর পরিবার বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে চাইলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হননি বলে অভিযোগ।

বেশি দাম আদায়

- ১১ হাজার টাকার ইঞ্জেকশনের দাম ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ।
- ক্যানসার ও অন্যান্য ওষুধের বিপুল লাভ নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আদালতের।



এই ঘটনায় কেন্দ্রকে প্রশ্নের মুখে ফেলে সুপ্রিম কোর্ট। ওষুধের দামে এমন বিপুল পার্থক্য কীভাবে হচ্ছে এবং অতিরিক্ত টাকা কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির (এনপিপিএ) ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে বেঞ্চ।

শুনানিতে কেন্দ্রের হলফনামার উল্লেখ করে আদালত জানায়, ক্যানসারের ওষুধে হাসপাতালগুলির লাভের হার ১৭০ থেকে ৭০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। অন্য সামগ্রীতে লাভের হার ১০০ থেকে ১,০০০ শতাংশ পর্যন্ত বলে হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে। ১১ থেকে ১৫ টাকার স্যালাইন রোগীদের ২৫০ টাকায় দেওয়া এবং ৫,০০০ টাকার কার্ডিয়াক স্টেন্টের জন্য ২৫,০০০ টাকারও বেশি নেওয়ার বিষয়টিও উঠে আসে।

হাসপাতালের পক্ষে আইনজীবী মুকুল রোহতগি যুক্তি দেন, ওষুধের গুণমান বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে সেই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, সব ওষুধের দাম নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। ওষুধ ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকলে প্রত্যন্ত এলাকাতেও সরবরাহ বজায় রাখা সহজ হয় বলেও সরকারের যুক্তি। এর পাল্টা আদালত জানায়, ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারের (ডিপিসিও) আওতায় থাকা ওষুধ যদি রোগীদের কাছে সহজে না পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ কমানো এবং ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার প্রশ্নে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে বেঞ্চ।

ছুটিতে ব্লক অফিস খোলা নিয়ে অভিযোগ বিএমএসের

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ছুটির দিনেও রাতে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক অফিস খুলে কাজ করার অভিযোগ তুলল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে বিডিও লহামু ওয়াই ওয়াঙ্গদির সঙ্গে দেখা করেন সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল।

ভারতীয় মজদুর সংঘের কোচবিহার জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক অমিত কুমার দে প্রশ্ন তোলেন, ছুটির দিনে রাতে একটি সরকারি দপ্তর খুলে কী ধরনের কাজ করা হয়? বিষয়টি নিয়ে বিডিওর কাছে জানতে চান তাঁরা। পরে যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গেও কথা বলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

দপ্তর থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অমিত কুমার দে দাবি করেন, ছুটির দিনে রাতে অফিসে কাজ করার বিষয়টি কার্যত স্বীকার করেছেন বিডিও। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিডিও জানিয়েছেন, শুধু ছুটির দিনেই নয়, প্রয়োজনীয় কিছু কাজের জন্য নিয়মিতই দপ্তরে কাজ করা হয়।

আলোচনার পর দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে জানান অমিত কুমার দে। প্রতিনিধি দলে জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক অমিত কুমার দে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি অনুপ কুমার সেন, দিনহাটা-১ নম্বর ব্লক সভাপতি তাপস বর্মন, দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সহ-সভাপতি মনোজ সরকার-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন



দিনহাটা: আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে সম্প্রতি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন অসমের ধুবরির চার ব্যক্তি। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি একনলা বন্দুক ও এক রাউন্ড তাজা গুলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিনহাটা থানার বিশেষ পুলিশ দল খরখরিয়া মাষানপাট এলাকায় একটি কালো গাড়ি আটক করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি একনলা বন্দুক ও এক রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার হয়।

এরপর চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন মইজউদ্দিন শেখ, সাদ্দাম হোসেন খন্দকার, নূর হোসেন আলি ও সানওয়ার হোসেন। অসমের ধুবরি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিমানবন্দর চালুর দাবিতে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারে বিমানবন্দর চালুর দাবিতে সরব হল কংগ্রেস। বিমানবন্দর চালু না হলে গোটা কোচবিহার অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার। সম্প্রতি কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত একটি বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন বিশ্বজিৎ সরকার। তিনি জানান, কোচবিহারে বিমানবন্দর চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে কংগ্রেস।



কোচবিহারে বিমানবন্দর চালুর দাবি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মহলে উঠে এসেছে। এবার সেই দাবিকে সামনে রেখে কংগ্রেস জেলা সভাপতির এমন কড়া অবস্থানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই দাবিতে কংগ্রেস কী কর্মসূচি গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর থাকবে।

পেটলা পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচন ঘিরে জটিলতা, বিজেপির পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচন ঘিরে ফের জটিলতা। ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। এর প্রতিবাদে দিনহাটা-গোসানিমারী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের দাবি, জয়ন্ত বর্মনকে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে।

২৯ আসনবিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এক সদস্যের মৃত্যুর পর বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২৮। তাঁদের মধ্যে বিজেপির পাঁচজন এবং তৃণমূলের ২৩ জন সদস্য রয়েছেন। এদিন ব্লক প্রশাসনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করতে আধিকারিকরা উপস্থিত হন। বিজেপির চার সদস্য হাজির থাকলেও তপন বর্মন নামে এক সদস্য অনুপস্থিত থাকায় প্রক্রিয়া এগোয়নি।

এরপরই পথ অবরোধ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সিতাই বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি কৃষ্ণকমল বর্মন। পরে সেখানে পৌঁছন বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদিকা বিউটি রায়। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত প্রধান নির্বাচনের আশ্বাস দেন। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বিউটি রায় জানান, বিষয়টি নিয়ে দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, যাতে দ্রুত প্রধান নির্বাচন সম্পন্ন করে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়।





নকল সিগারেট খুঁজতে ভবানীগঞ্জ বাজারে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নকল সিগারেট বিক্রির অভিযোগে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারের দুটি দোকানে অভিযান চালাল হায়দ্রাবাদ থেকে আসা একটি বিশেষ দল। আদালতের নির্দেশে চালানো এই অভিযানে বেশ কয়েকটি সিগারেটের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা গিয়েছে, নকল সিগারেট বিক্রির অভিযোগ তুলে সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের আদালতের দ্বারস্থ হয় একটি নামী সিগারেট প্রস্তুতকারী সংস্থা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপর হায়দ্রাবাদের লোকাল কমিশনারের প্রতিনিধি হিসেবে আইনজীবী বালু ও আইনজীবী খুশি পান্ডের নেতৃত্বে একটি দল কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে পৌঁছয়।

বাজারের দুটি দোকানে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু সিগারেটের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযানকারী দলের সদস্যরা জানান, আদালতের নির্দেশ মেনেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। মোট তিনটি স্থানে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তাঁরা জানান।

অন্যদিকে, নিজের দোকানে অভিযান প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী নিতাই দাস জানান, তিনি হকারদের কাছ থেকে সিগারেট কিনে বিক্রি করেন। সেগুলি নকল কি না, সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা নেই বলেও দাবি করেন তিনি। নকল সিগারেট বিক্রির অভিযোগে এই অভিযানের জেরে ভবানীগঞ্জ বাজারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বিবাদের জেরে তিন বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: বিবাদকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সিতাই ব্লকের কায়েতের বাড়ি এলাকায় পরপর তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠল। বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ, মোটরবাইক ভাঙচুর এবং সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগ তুলেছেন তিন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দা জয়নাল মিঞার পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী অনিতা রায়ের কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই ঘটনার জেরেই তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

মর্জিনা বিবির অভিযোগ, কথাকাটাকাটির পর উভয় পক্ষ বাড়ি ফিরে গেলেও একদল লোক তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িতে ভাঙচুরের পাশাপাশি একটি মোটরবাইকও ভেঙে দেওয়া হয় বলে তাঁর দাবি।

অন্যদিকে, অনিতা রায়ের দাবি, সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের রাস্তা দিয়ে গোরু চলাচলে বাধা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে জয়নাল মিয়ার পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মারধরের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। তবে হামলার পিছনে কাউকে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

এদিকে, জয়নাল মিঞার প্রতিবেশী আইয়ুব মিঞার মেয়ে রিয়া খাতুন এবং তাঁর সম্পর্কে



ভাগিনা ইসমাইল মিঞাও নিজেদের বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ তুলেছেন। ইসমাইল মিঞার দাবি, বাড়িতে ভাঙচুরের পাশাপাশি প্রায় ৫০ হাজার টাকা ও রুপোর গয়না লুট করা হয়েছে।

ঘটনায় তিনটি পরিবারের পক্ষ থেকে সিতাই থানায় অভিযোগ জানানো হয়। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং কী কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পুনর্বাসন ছাড়াই উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে দিশেহারা কোচবিহার রেলস্টেশন লাগোয়া বিবেকানন্দ স্ট্রিটের ৪৯টি দিনমজুর পরিবার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তরফে ২৯ অক্টোবর নোটিশ দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে ঘরবাড়ি ভেঙে জায়গা খালি না করলে রেল প্রশাসন নিজেই বুলডোজার চালিয়ে জমি দখলমুক্ত করবে।

গত চার-পাঁচ দশক ধরে রেলের জমিতে একফালি বসতি গড়ে বসবাস করছেন এই পরিবারগুলি। বাসিন্দাদের অধিকাংশের নিজস্ব জমি কেনার বা অন্যত্র ঘর বাঁধার আর্থিক সামর্থ্য নেই। নোটিশ পাওয়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাসিন্দারা জানান, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তাঁদের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া চলবে না। এই দাবিতে তাঁরা স্থানীয় বিধায়ক ও রেল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বেদখল হয়ে থাকা রেলের জমি সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ম মেনেই খালি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির মতো কোচবিহারে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি এখনও সেভাবে পথে না নামায় ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগে প্রহর গুনছেন এই ৪৯টি পরিবারের সদস্যরা।

গ্রেপ্তার তরুণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রেমিকা ও তাঁর নাবালিকা বোন—উভয়কেই ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কোচবিহার সদর মহিলা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি কোচবিহার-১ ব্লকের সাতমাইল এলাকায়।

অভিযোগ, প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করছিল ওই অভিযুক্ত। এর মধ্যেই গত ২৪ অক্টোবর প্রেমিকার বোনকে মাথাভাঙ্গা থেকে বাইকে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সে। এরপর নির্যাতিতাকে বাইক থেকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই তরুণ।

আটকের পর স্থানীয়রা যুবকের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করতেই তাঁর প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি ও আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। পরে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, দিদিকে ব্ল্যাকমেল করে যেমন দিনের পর দিন পাশবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছিল, তেমনই তাঁর বোনকেও নিশানা করেছে সে। দুই বোনের পরিবারের তরফে কোচবিহার সদর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর - ১২ নভেম্বর, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

ভীতি নাকি এক নতুন অভিযোজন?

আজকের বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে আলোচিত এবং উদ্বেগের বিষয় হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই এই কথা শোনান যে এআই মানুষের সব কাজ পুরোপুরি কেড়ে নেবে না। তাত্ত্বিকভাবে কথাটি সত্যি হলেও, বাস্তবের চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও কঠোর। এআই ইতিমধ্যে কাজের ধরন বদলে দিয়েছে এবং বহু পেশাদারকে টিকে থাকার লড়াইয়ে ফেলে দিয়েছে। ডেটা এন্ট্রি, রুটিনমাফিক প্রশাসনিক কাজ, প্রাথমিক কাস্টমার সাপোর্ট থেকে শুরু করে সাধারণ কন্টেন্ট তৈরি ও কোডিংয়ের মতো ক্ষেত্রগুলোতে মানুষের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কম খরচে এবং চোখের পলকে নিখুঁত কাজ করার ক্ষমতার কারণে কর্পোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে কর্মী ছাঁটাইয়ের হিড়িক পড়েছে। ফলে 'এআই চাকরি খাবে কি না' এই তাত্ত্বিক বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বেকারত্বের নির্মম বাস্তবতাই এখন অনেকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তবে এই অন্ধ ও দ্রুতগতির প্রযুক্তির জোয়ারে কেবল হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই চলবে না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রথাগত চিন্তার বাইরে যেতে হবে। যেসব কাজে মানুষের গভীর আবেগ, জটিল সমস্যা সমাধান, নেতৃত্ব এবং অনন্য সৃজনশীলতার প্রয়োজন হয়, এআই সেখানে এখনও বহু দূরে। তাছাড়া, প্রযুক্তির এই বিপ্লব কিছু চাকরি কমালেও নতুন অনেক কাজের সুযোগ তৈরি করছে। কিন্তু সেই নতুন সুযোগগুলো লুফে নিতে হলে প্রয়োজন কঠিন মানসিক প্রস্তুতি ও নিরলস স্ব-শিক্ষণ।

এখানেই আসে প্রতিদিনের আপডেট ও নতুন দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব। কর্মক্ষেত্রের এই নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চাবিকাঠি হলো 'ক্রমাগত শেখা' বা কন্টিনিউয়াস লার্নিং। প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও নতুন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার বা নিজের পেশাগত ক্ষেত্রের আধুনিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানলে তবেই নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখা সম্ভব। যে মানুষটি বা যে সমাজ প্রতিদিন নিজেকে আপডেট করতে অভ্যস্ত নয়, এআই বিপ্লবের যুগে তারা অনিবার্যভাবে পিছিয়ে পড়বে।

পরিশেষে বলা যায়, এআই শুধু কোনও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়, এটি মানব সভ্যতার এক বিরাট পরীক্ষা। এআই আমাদের কাজ কেড়ে নেবে কি না, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো 'আমরা নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে প্রযুক্তির চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে পারছি কি না'। অলসতা ত্যাগ করে প্রতিদিন নতুন কিছু জানার অভ্যাসই পারে এই পরিবর্তনের যুগে আমাদের অস্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে।

টিম পূর্বোত্তর
সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

দেশের কৃষি নীতি, কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং এবং বাস্তবতার সংকট

উত্তর সম্পাদকীয় ১



কর্পোরেট জগতে 'ব্র্যান্ডিং' শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। কোম্পানি, তার পণ্য এবং সংস্থার কর্ণধারের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। আধুনিক রাজনীতিতেও এই কর্পোরেট মন্ত্রের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। বিশেষ করে, নরেন্দ্র মোদী সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এই কৌশল অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করে চলেছে। সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের আকর্ষণীয় নামকরণ এবং মনমোহনী প্রচারের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিজেকে জনকল্যাণকামী ও দেশবাসীর অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরতে পটু। ইদানীং তিনি যেমন দেশের চারটি স্তম্ভ—দরিদ্র, যুবা, মহিলা এবং অন্নদাতা বা কৃষক—কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন, তেমনই অতীতেও নানা স্লোগানের মাধ্যমে জনমানসে রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করা হয়েছে। যেমনটি অতীতে ইন্দিরা গান্ধীর 'গরিবি হঠাও' স্লোগানের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল।

বর্তমান সরকারের দারিদ্র দূরীকরণ এবং কৃষক কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম প্রধান ও আলোচিত প্রকল্প হলো 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' বা পিএম-কিষাণ। ২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বার্ষিক ছয় হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের আধার-সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পৌঁছায়। সম্প্রতি এই প্রকল্পের ১৯তম কিস্তি প্রদান করা হয়েছে, যেখানে কোটি কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে বলে সরকারি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এছাড়া মোবাইল অ্যাপ, ফেসিয়াল অথেন্টিকেশন ও এআই চ্যাটবট 'কিষাণ-ইমিত্র'-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে এই ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও পরিধি বাড়ানোর দাবিও প্রশাসনের তরফে জোরালোভাবে করা হয়েছে। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্প কৃষকদের মহাজনি ঋণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, কৃষি উপকরণ কেনায় সাহায্য করেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

তবে সরকারি প্রচার এবং কর্পোরেট ব্র্যান্ডিংয়ের চকচকে বিজ্ঞাপনের আড়ালে বাস্তবের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের কৃষি ক্ষেত্র এই মুহূর্তে গভীর সংকটের মুখে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে অনিয়মিত আবহাওয়া ও ফসলের উৎপাদন হ্রাস, অন্যদিকে সার ও ডিজেলের মতো উপকরণের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি কৃষকদের কোণঠাসা করে তুলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা এখনও অধরা। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন খরচের সঙ্গে দেড় গুণ দাম নির্ধারণের আইনি স্বীকৃতির দাবিতে দেশের অন্নদাতারা বারবার রাজপথে নেমে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছেন। বিগত আন্দোলনের মুখে সরকার বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করলেও, কৃষকদের বকেয়া দাবিগুলি মেটানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনো আন্তরিক সদিচ্ছা দেখা যায়নি। ফসলের ন্যূনতম দাম নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটিও দীর্ঘদিন ধরে রিপোর্ট পেশ না করায় কৃষকদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি।

ফলস্বরূপ, পিএম-কিষাণের মতো প্রকল্প বা প্রত্যক্ষ আর্থিক অনুদান দিয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও তা কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। পরিযায়ী শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত প্রমাণ করে যে গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কতটা ভঙ্গুর। মোদী সরকারের কৃষক-দরদী ভাবমূর্তি এবং কর্পোরেট ধাঁচের প্রচার প্রকৃতপক্ষে এক মরীচিকার সমতুল্য, যা মাটির গভীরের বাস্তব সমস্যাগুলোকে ধামাচাপা দিতেই বেশি সচেষ্ট। সত্যিকারের কৃষির বিকাশ এবং অন্নদাতাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে কেবল আর্থিক অনুদান বা ডিজিটাল পরিকাঠামো যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন কৃষকদের নায্য অধিকার, ফসলের আইনি দাম এবং কাঠামোগত সংস্কার।

উচ্চশিক্ষার আঙিনায় ক্ষমতার লড়াই ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

উত্তর সম্পাদকীয় ২

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার এবং রাজভবনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আজ এক নজিরবিহীন সংকটের রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এই বিরোধের সবচেয়ে চরম ও উদ্বেগজনক উদাহরণ হয়ে উঠেছে, যেখানে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের অন্তহীন ক্ষমতার লড়াই দেশের বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা নেটওয়ার্কের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা আয়তন ও পরিসরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম—যেখানে ১২০০-র বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষাধিক কলেজ এবং সাড়ে চার কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০-এর হাত ধরে দেশজুড়ে যখন বহুশিক্ষণীয় পরিবেশ ও বিশ্বমানের উৎকর্ষ অর্জনের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে উচ্চশিক্ষার অঙ্গন এক গভীর অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে।



রাজ্য ও রাজভবনের এই সংঘাতে সবচেয়ে বড় মার খাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 'মিউজিক্যাল চেয়ার'-এর সঙ্গে যার এখন আর কোনো তফাত নেই। গভীর রাতে দায়িত্ব পালন করা উপাচার্য সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারছেন তিনি অপসারিত, আবার কখনো রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে পুনর্বহাল হচ্ছেন, এমন ঘটনা কেবল প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি চরম অবমাননা। রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের টালবাহানায় আজ পশ্চিমবঙ্গের একটিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। শুধু উপাচার্যরাই নন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী পদের ছড়াছড়ি আজ এক স্থায়ী প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে পঠনপাঠন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজকর্ম—সবকিছুই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা এই সংকটের ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করে তোলে। আচার্য-রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের মতবিরোধের জেরে উপাচার্যকে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া এবং তার জেরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান ঘিরে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নজিরবিহীন। আদালত পর্যন্ত গড়ানো এই আইনি লড়াই এবং ডিগ্রি বৈধতা নিয়ে শঙ্কা কেবল প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে না, হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকেও এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্যপাল কথায় কথায় ছাত্রদরদীর কথা বললেও, তাঁর এই অনমনীয় হুকুমদারি ও রাজনৈতিক সংঘাত শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে।

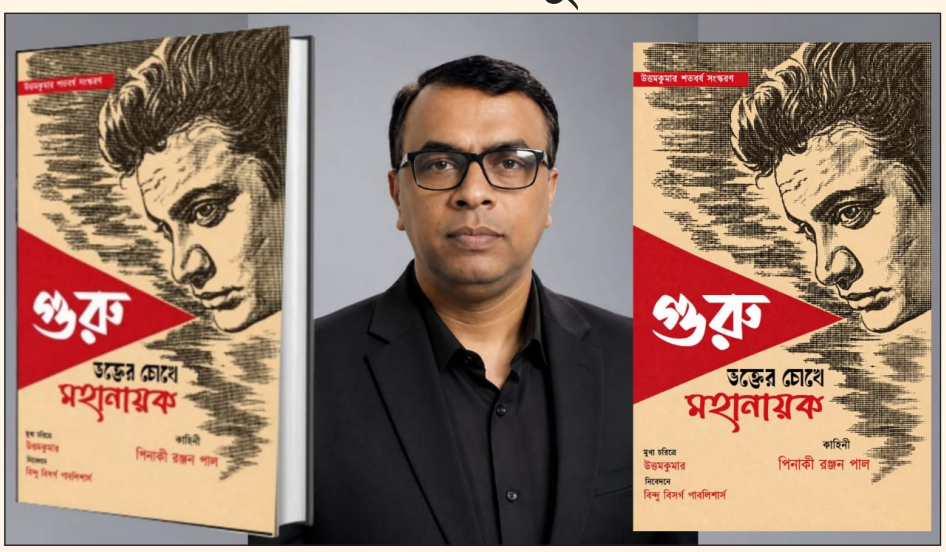
অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের এই সংকটের পেছনে যেমন রাজনৈতিক অহমিকা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দায়ী, তেমনই এর বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেশের উচ্চশিক্ষার কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জও উপেক্ষা করার নয়। ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন গণ-নামভর্তির হার বা জিইআর বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনই শিক্ষক সংকট, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং তহবিলের ঘাটতির মতো সমস্যাগুলি তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে কলেজ ঘনত্ব ও পঠনপাঠনের মান এখনও জাতীয় গড় থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তার ওপর পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলির তীব্র অর্থসংকট এবং অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো উচ্চশিক্ষার সার্বিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই জাতীয় সংকটগুলির মোকাবিলা করার কথা যেখানে নীতিনির্ধাতকদের প্রধান লক্ষ্য হওয়ার কথা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে সরকার ও রাজভবনের রাজনৈতিক সঘাত সেই ব্যবস্থাকে আরও বেশি ভঙ্গুর করে তুলছে।

উপাচার্য নিয়োগ বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজভবনের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হতে পারে না। উচ্চশিক্ষার পবিত্র অঙ্গনটিকে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক দড়ি টানাটানি থেকে মুক্ত রাখা একান্ত জরুরি। আশা করা যায়, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে উপাচার্য নিয়োগে সৃষ্ট জটিলতা স্থায়ীভাবে কাটবে এবং আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে এই সংঘাতের অবসান ঘটবে। রাজ্য সরকার ও রাজভবন—উভয় পক্ষকেই বুঝতে হবে যে রাজনৈতিক অহংকার বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মূল্য চোকাতে হচ্ছে রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। অবিলম্বে এই সংকটের অবসান ঘটিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক মুক্ত এবং সচ্ছল করে তোলার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা না হলে, বাংলার শিক্ষাজগতের এই ক্ষতি অপূরণীয় থেকে যাবে।

উত্তমকুমার: এক চিরন্তন মুগ্ধতার নাম

বুক রিভিউ

বইয়ের নাম: **গুরু: ভক্তের চোখে মহানায়ক**
লেখক: **পিনাকী রঞ্জন পাল**
প্রকাশক: **বিন্দু বিসর্গ পাবলিশার্স**
সমালোচক: **অরুণ কুমার, সাংবাদিক**



বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উত্তমকুমার শুধু একজন অভিনেতা নন, তিনি বাঙালির আবেগ, প্রেম, নস্টালজিয়া ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। তাঁর জন্মশতবর্ষে সেই চিরন্তন মহানায়ককে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন জলপাইগুড়ির উদীয়মান লেখক, সাংবাদিক ও সম্পাদক পিনাকী রঞ্জন পাল। তাঁর রচিত 'গুরু: ভক্তের চোখে মহানায়ক' বইটি নিছক চলচ্চিত্রবিষয়ক গ্রন্থ নয়; এটি এক অনুরাগী হৃদয়ের আবেগমথিত আত্মনিবেদন।

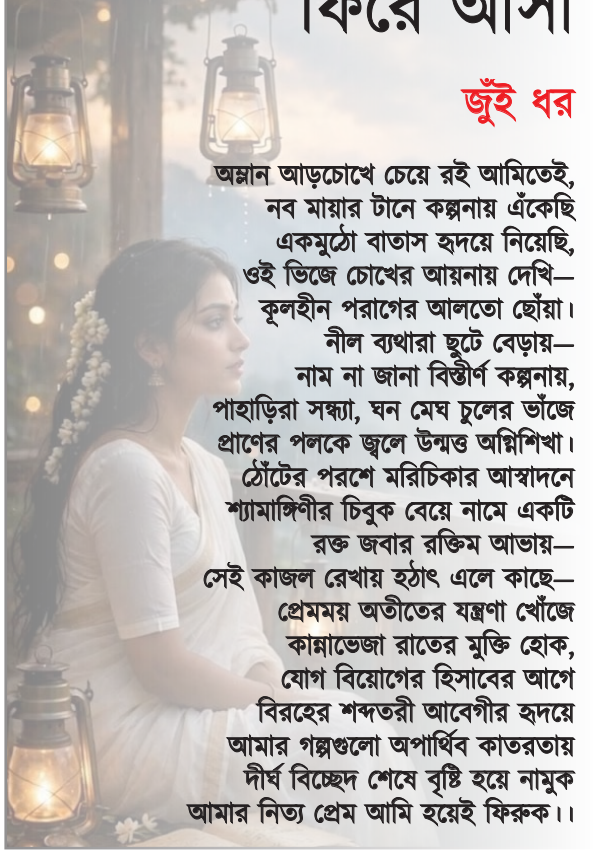
বইটির নামকরণেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। উত্তমকুমার তাঁর কাছে শুধুই পর্দার নায়ক নন, জীবনের অনুভব ও উপলব্ধিতে প্রভাব বিস্তারকারী এক চিরন্তন প্রেরণা। শৈশবে বাবার হাত ধরে জলপাইগুড়ির রূপমায়া ও রূপশ্রী সিনেমা হলে ছবি দেখতে যাওয়ার স্মৃতি থেকে মহানায়কের অভিনয়, ব্যক্তিত্ব, সংলাপ, গান ও জনপ্রিয়তার নানা দিক—লেখকের অনুরাগই এই গ্রন্থের প্রধান চালিকাশক্তি।

বইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিগত আবেগের পাশাপাশি উত্তমকুমারের চলচ্চিত্রজীবনকে তথ্যসমৃদ্ধভাবে তুলে ধরার প্রয়াস। কালজয়ী ছবির পরিচিতি, স্মরণীয় গানের প্রসঙ্গ, অভিনয়ের বৈচিত্র্য এবং মহানায়কের জীবন ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছেও গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

তবে পুস্তকটির প্রকৃত মূল্যায়নে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—ভক্তির আবেগ আর নির্মোহ চলচ্চিত্র-সমালোচনা এক বিষয় নয়। উত্তমকুমারের অভিনয়শৈলী, চরিত্র নির্বাচনের বিবর্তন, সমকালীন সমাজে তাঁর প্রভাব এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর অবস্থান নিয়ে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ যত গভীর হবে, বইটির প্রামাণ্য গুরুত্বও তত বাড়বে। গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য প্রকাশিত বইটি পাঠ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

দীর্ঘদিনের সাহিত্য ও সাংবাদিকতাচর্চার অভিজ্ঞতা নিয়ে পিনাকী রঞ্জন পালের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 'গুরু: ভক্তের চোখে মহানায়ক' উত্তমকুমার-অনুরাগীদের স্মৃতিতে নাড়া দেওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে বাংলা চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত করানোর সম্ভাবনা রাখে।

কবিতা



ফিরে আসা

জুঁই ধর

অম্লান আড়চোখে চেয়ে রই আমিতেই,
নব মায়ার টানে কল্পনায় এঁকেছি
একমুঠো বাতাস হৃদয়ে নিয়েছি,
ওই ভিজে চোখের আয়নায় দেখি—
কূলহীন পরাগের আলতো ছোঁয়া।
নীল ব্যথারা ছুটে বেড়ায়—
নাম না জানা বিস্তীর্ণ কল্পনায়,
পাহাড়িরা সন্ধ্যা, ঘন মেঘ চুলের ভাঁজে
প্রাণের পলকে জ্বলে উন্মত্ত অগ্নিশিখা।
ঠোঁটের পরশে মরিচিকার আস্বাদনে
শ্যামাঙ্গিণীর চিবুক বেয়ে নামে একটি
রক্ত জবার রক্তিম আভায়—
সেই কাজল রেখায় হঠাৎ এলে কাছে—
প্রেমময় অতীতের যন্ত্রণা খোঁজে
কান্নাভেজা রাতের মুক্তি হোক,
যোগ বিয়োগের হিসাবের আগে
বিরহের শব্দতরী আবেগীর হৃদয়ে
আমার গল্পগুলো অপার্থিব কাতরতায়
দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে বৃষ্টি হয়ে নামুক
আমার নিত্য প্রেম আমি হয়েই ফিরুক।।

কোচবিহার থেকে পুরী, সমুদ্রের হাতছানি আর ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের আবহে এক স্মরণীয় সফর

দেবাশীষ চক্রবর্তী

ভ্রমণ

বাঙালির ভ্রমণ মানচিত্রে পুরীর স্থান বরাবরই আলাদা। কারও কাছে পুরী জগন্নাথদেবের পবিত্র ধাম, কারও কাছে সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার ঠিকানা। আবার কারও কাছে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটানোর প্রিয় গন্তব্য। সেই চেনা আকর্ষণেই কোচবিহার থেকে এবার আমার যাত্রা ওড়িশার এই ঐতিহ্যবাহী তীর্থশহরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এবারের পুরী সফর শুধু মন্দির দর্শন কিংবা সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় অর্ণবকে ঘিরে আবহাওয়ার সতর্কতা এই সফরের অভিজ্ঞতায় যোগ করল এক বিশেষ মাত্রা।

কোচবিহার থেকে পুরী যাওয়ার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে নতুন পরিবেশে পৌঁছনোর আনন্দ। পরিচিত শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে অন্য এক ভূখণ্ডে পৌঁছনো, নতুন দৃশ্য দেখা এবং মনের মধ্যে জমে থাকা কিছু ইচ্ছেকে বাস্তবায়িত করা ভ্রমণের আসল আনন্দ যেন এখানেই। আর সেই যাত্রার গন্তব্য যখন পুরী তখন ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রকৃতির সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই একসঙ্গে মিশে যায়।

পুরীর নাম শুনলেই প্রথমে মনে পড়ে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কথা। শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং অগণিত ভক্তের বিশ্বাসকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই তীর্থশহরের স্বতন্ত্র পরিচয়। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন প্রভুর দর্শন পেতে। তাঁদের চোখেমুখে থাকে ভক্তি, মনে থাকে প্রার্থনা এবং হৃদয়ে থাকে এক গভীর প্রত্যাশা।

জগন্নাথদেবের ধামে পৌঁছনোর অনুভূতি অনেকটাই ব্যক্তিগত। কারও কাছে তা দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূরণের মুহূর্ত, কারও কাছে মানসিক শান্তির খোঁজ। আমার কাছেও কোচবিহার থেকে পুরীর এই যাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই পবিত্র ধামের আবহ অনুভব করা। মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্মীয় পরিবেশ ও পুরীর ঐতিহ্য বাঙালির মনে যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে তা এই শহরের সঙ্গে পরিচিত হলেই উপলব্ধি করা যায়।

পুরীর আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, এখানে ধর্মীয় পর্যটনের সঙ্গে মিশে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নিজস্ব ছন্দ। মন্দিরের আশপাশের ব্যস্ত রাস্তা, পুণ্যার্থীদের আনাগোনা,স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা এবং পর্যটকদের ভিড় সবমিলিয়ে শহরটি যেন প্রতিনিয়ত নিজের গল্প বলে চলে।

জগন্নাথদেবের দর্শনের পাশাপাশি পুরীর সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি, দিগন্তে আকাশ ও সমুদ্রের মেলবন্ধন এবং ঢেউয়ের অবিরাম ওঠানামা মানুষের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। সমুদ্রের কাছে দাঁড়ালে শহরের পরিচিত ব্যস্ততা থেকে যেন কিছুটা দূরে সরে যাওয়া যায়।

সৈকতে বসে ঢেউয়ের শব্দ শোনা, সমুদ্রের হাওয়া অনুভব করা কিংবা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকা এই সাধারণ মুহূর্তগুলিই অনেক সময় ভ্রমণের সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতি হয়ে ওঠে। পুরীর সৌন্দর্য এখানেই। এখানে বেড়াতে এসে কেউ খোঁজেন ধর্মীয় প্রশান্তি, কেউ প্রকৃতির সান্নিধ্য, আবার কেউ দুটোকেই একসঙ্গে উপভোগ করতে চান।

কোচবিহারের মতো উত্তরবঙ্গের একটি শহর থেকে পুরীতে পৌঁছনোর অভিজ্ঞতাও তাই আলাদা। ভৌগোলিক দূরত্ব পেরিয়ে পরিবেশের পরিবর্তন, সমুদ্রের বিশালতা এবং তীর্থশহরের আবহ ভ্রমণকে নতুন করে উপভোগ করার সুযোগ এনে দেয়।

ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ঘিরে আবহাওয়ার সতর্কতা

এবারের সফরের সময় বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় অর্ণবকে ঘিরে আবহাওয়া পরিস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টি ২৮ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার



সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। পাশাপাশি দক্ষিণ ওড়িশার একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করা হয়। পুরী জেলাতেও ২৮ অক্টোবর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ওড়িশা প্রশাসনও প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ঘূর্ণিঝড়ের নাম শুনলেই উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের মনেও স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। সমুদ্রের পরিস্থিতি কেমন থাকবে, বৃষ্টি কতটা হতে পারে, যাতায়াতে কোনও সমস্যা হবে কি না এমন একাধিক বিষয় সামনে আসে। বিশেষ করে দূরবর্তী স্থান থেকে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের কাছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রের সৌন্দর্য যেমন মানুষকে আকর্ষণ করে, তেমনই প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপ আমাদের সতর্কও করে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে সমুদ্র আনন্দের উৎস প্রতিকূল আবহাওয়ায় সেই সমুদ্রের কাছাকাছি যাওয়াই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৈকতে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলা, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং আবহাওয়ার সর্বশেষ খবর সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। আমার এবারের পুরী সফর সেই বাস্তবতাকেও নতুন করে মনে করিয়ে দিল। ভ্রমণের আনন্দের পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া যে কতটা প্রয়োজন, তা এমন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব শুধু আবহাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা, মৎস্যজীবীদের জীবিকা, পর্যটন ব্যবসা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন দেখা দেয়। পর্যটননির্ভর শহর হিসেবে পুরীর ক্ষেত্রেও প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় পর্যটকদের নিরাপত্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

একজন পর্যটক হিসেবে কোনও স্থানের সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি সেই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বোঝারও সুযোগ থাকে। পুরীর সমুদ্র যেমন পর্যটকদের আনন্দ দেয়, তেমনই বহু মানুষের জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমুদ্রের সৌন্দর্যকে উপভোগ করার সময় তার শক্তি ও সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখা দরকার।

ভ্রমণ আমাদের শুধু নতুন জায়গার সঙ্গে পরিচয় করায় না, বরং নতুন পরিস্থিতিকে বুঝতে শেখায়। কখনও পরিচিত পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়, কখনও আবার নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিছু সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। সেই অভিজ্ঞতাও ভ্রমণেরই একটি অংশ।

ফিরে এসেও থেকে যাবে পুরীর স্মৃতি

কোচবিহার থেকে পুরীর এই সফর আমার কাছে তাই একাধিক অনুভূতির সমন্বয়। একদিকে জগন্নাথদেবের পবিত্র ধামের আকর্ষণ অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের বিশালতা,তার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় অর্ণবকে ঘিরে আবহাওয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সচেতন থাকার প্রয়োজন সব মিলিয়ে এবারের ভ্রমণ পেল আলাদা তাৎপর্য।

পুরী এমন একটি শহর যেখানে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাশাপাশি অবস্থান করে। এখানে এসে মানুষ যেমন প্রার্থনার মধ্যে মানসিক শান্তি খোঁজেন তেমনই সমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করে সময় কাটান। এই দুইয়ের মেলবন্ধনই পুরীকে বাঙালির কাছে বারবার ফিরে আসার মতো একটি গন্তব্য করে তুলেছে।

ভ্রমণের শেষে উপলব্ধি হয় সব সফরের স্মৃতি একরকম হয় না। কিছু সফর মনে থেকে যায় সুন্দর দৃশ্যের জন্য কিছু সফর মনে থাকে বিশেষ কোনও ঘটনার জন্যবাআবার কিছু যাত্রা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। কোচবিহার থেকে পুরীর এই সফরেও সেই অনুভূতির ছাপ রয়ে গেল।

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের ধাম, সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং ঘূর্ণিঝড়কে ঘিরে তৈরি হওয়া সতর্কতার আবহ সব মিলিয়ে এবারের পুরী ভ্রমণ আমার স্মৃতিতে বিশেষ জায়গা করে নিল। নিজের শহর কোচবিহারে ফিরে গেলেও পুরীর সেই আধ্যাত্মিক আবহ ও সমুদ্রের টান মনের মধ্যে থেকে যাবে।

কারণ ভ্রমণ শুধু কোনও স্থানে পৌঁছনোর নাম নয় ভ্রমণ হল অনুভূতি সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন কিছু উপলব্ধি করা এবং ফিরে এসে সেই স্মৃতিগুলিকে নিজের জীবনের অংশ করে নেওয়া।

রোগীর হামলায় জখম দুই নার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন



দার্জিলিং: দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) এক রোগীর হামলায় গুরুতর জখম হলেন দুই নার্স। গত ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। আহত দুই নার্সের নাম প্রভা ছেত্রী ও লক্ষ্মী রাই।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাতাসিয়ার ২১ বছরের সজল রাই ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার রাত দুটো নাগাদ আচমকাই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অভিযোগ, সেই সময় সিসিইউতে কর্তব্যরত দুই নার্সের উপর হামলা চালান তিনি। চিৎকার শুনে অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে নিরস্ত করেন। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় দুই নার্সকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আহতদের পরিবার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, রাতে কর্মরত চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের। সিসিইউয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তারক্ষী থাকলে এমন ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত বলেও দাবি তাঁদের। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খবর পেয়ে হাসপাতালে যান স্থানীয় বিধায়ক নোমান রাই। আহত নার্সদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তিনি দার্জিলিং সদর থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন বিধায়ক।

দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক জানান, অভিযুক্তও একজন রোগী। তাঁর বক্তব্য, ওই যুবক মাদকাসক্ত এবং মাদক ছাড়ার সময় দেখা দেওয়া উইথড্রয়াল সিনড্রোমের কারণে এমন আচরণ করে থাকতে পারেন। এ ধরনের রোগীদের সামলানোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।

পথদুর্ঘটনায় লরিচালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

চোপড়া: উত্তর ২৪ পরগনার চোপড়া থানার সুফলগছ এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় লরিচালকের মৃত্যু হয়েছে। ২৬ অক্টোবর সোমবার ভোর প্রায় তিনটে নাগাদ কলকাতা থেকে শিলিগুড়িমুখী একটি ট্রেলারের হঠাৎ চাকা ফেটে যাওয়ায় সেটি সড়কের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান লরিচালক মিঠুন শেখ (৩৬)। তাঁর বাড়ি নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ট্রেলারটি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

ঝাণ্ডা পুঁতে চাষের জমি দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ির পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালি এলাকায় তিস্তার চরে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি দখল করে গেরুয়া ঝাণ্ডা পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২৬ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় সত্তর জন কৃষক বিজেপি বিধায়ক দীনেশ সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন এবং নিজে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

পরিস্থিতি শুনে বিজেপি বিধায়ক দীনেশ সরকার স্পষ্ট জানান, এই দুষ্কৃতীরা কেউ দলের আসল কর্মী নয়, অতীতে অন্য দলে থাকা কিছু লোক এখন বিজেপির নাম ভাঙিয়ে এই অপকর্ম চালাচ্ছে। তিনি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন এবং কৃষকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও তরজা শুরু হয়েছে।

গঙ্গার ভাঙনে বিপদের মুখে মালদা, পরিদর্শনে মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গত ৫০ বছরে প্রায় ৬ কিলোমিটার গতিপথ বদলেছে গঙ্গা। বর্তমানে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর দূরত্ব মাত্র ৭৫০ মিটার। পরিস্থিতি একই রকম চলতে থাকলে আগামী ছয়-সাত বছরের মধ্যে দুই নদী মিশে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে মালদা শহর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। গত ২৫ অক্টোবর রবিবার ভূতনির চর থেকে রতুয়া পর্যন্ত ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর এমনই উদ্বেগের কথা জানালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল।



মুখ্যসচিব জানান, গঙ্গার পাশাপাশি ফুলহার ও কোশি নদীর পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। নদীভাঙনের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। দ্রুত এ নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। তাঁর আশঙ্কা, দুই নদী মিশে গেলে মালদা শহর, রতুয়া, রেললাইন ও জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ঝাড়খণ্ড ও বিহারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভাঙন রোধের কাজ করা প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।

প্রতি বছরই গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানিকচকের ভূতনি, ইংরেজবাজার, রতুয়া ও কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বসতবাড়ি, চাষের জমি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বছর বন্যা ও ভাঙনে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের পাশাপাশি ফুলহারের সঙ্গে সম্ভাব্য সংযোগের আশঙ্কা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। দুর্গত এলাকায় স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা তৈরির জন্য আইআইটি কানপুরের একটি প্রতিনিধি দল সমীক্ষা চালাচ্ছে। শনিবার রাজ্য সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররাও ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। রবিবার আকাশপথে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যসচিব। তিনি জানান, ভাঙন রোধে অর্থের সমস্যা নেই। তবে এই বিপুল সমস্যার সমাধানে একাধিক রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় জরুরি। এ বিষয়ে দিল্লিতে বৈঠক হওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর ও আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন

বালুরঘাট: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া আইডি ও ফেক পরিচয় ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর তথ্য, উস্কানিমূলক ভিডিও এবং মিথ্যা খবর ছড়িয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিন অভিযুক্তের নাম রেহান সরকার (২৭), সুমন রায় (২৮) এবং সিদ্দিক আলী মিঞা (৩২)। এদের মধ্যে রেহান ও সুমন কুমারগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা এবং সিদ্দিক আলীর বাড়ি গঙ্গারামপুরে। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই ব্যক্তিরা ভুয়ো অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করে সমাজমাধ্যমে ভুয়া খবর ছড়াচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের নজরে আসতেই সাইবার বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় তাদের পাকড়াও করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দেশজুড়ে উস্কানিমূলক গুজব ছড়ানোর কোনো সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে ধৃতদের যোগাযোগ থাকতে পারে। ঘটনার গভীরে পৌঁছাতে এবং এর পেছনে কোনো বিদেশি অর্থায়ন বা অন্য যোগ রয়েছে কি না, তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

সান্দাকফুতে এক মাসে মৃত দুই পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সান্দাকফু ঘুরতে গিয়ে ফের পর্যটকের মৃত্যু। সম্প্রতি সান্দাকফু থেকে ফেরার পথে টুমলিংয়ে মৃত্যু হয় বারাসতের বাসিন্দা ৪৮ বছরের বুবাই পালের। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। সহযাত্রীদের দাবি, হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। প্রথমে তাঁকে মানেভঞ্জন এবং পরে সুখিয়াপোখরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮ অক্টোবর নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মানেভঞ্জনে পৌঁছন বুবাই। পরের দিন সান্দাকফুতে রাত কাটিয়ে ২০ অক্টোবর টুমলিংয়ে যান তাঁরা। সেখানেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সান্দাকফু ট্রেকে গিয়ে মৃত্যু হয় কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা ২৮ বছরের প্রিয়তোষ অধিকারীর। শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার পর তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়।

পর পর দুই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পর্যটন সংস্থাগুলি। তাঁদের বক্তব্য, সান্দাকফুর মতো উচ্চতায় যাওয়ার আগে পর্যটকদের শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করা জরুরি। এছাড়াও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা ও অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা নিয়েও সমস্যার কথাও জানান তাঁরা। বুবাইয়ের পরিচিতদের দাবি, সময়মতো অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া গেলে হয়তো তাঁকে বাঁচানোর সুযোগ থাকত। পরপর দু'টি মৃত্যুর ঘটনায় পর্যটকদের নিরাপত্তা ও জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

মূর্তি ও বানারহাটেও কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য



নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: শীতের মরসুমের শুরুতেই ডুয়ার্সের আকাশে ধরা দিল কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য। মূর্তি ও বানারহাট থেকেও দেখা গেল বরফে ঢাকা পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য। মরসুমের প্রথম এই দৃশ্য দেখে উচ্ছ্বসিত পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। গত ২৮ অক্টোবর বুধবার আকাশ পরিষ্কার থাকায় আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। স্থানীয়দের মতে, অক্টোবরের শেষের দিকে প্রায় প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তবে এ বার মূর্তি ও বানারহাট থেকেও পাহাড়ের দৃশ্য ধরা পড়ায় খুশি পর্যটকেরা।

ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে জঙ্গল, নদী ও পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করেন পর্যটকেরা। তার সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার এমন দৃশ্য তাঁদের কাছে বাড়তি পাওনা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করা বরফে ঢাকা পাহাড় দেখতে বিভিন্ন জায়গায় ভিড় জমান অনেকে। শুধু পর্যটকরাই নন, কাঞ্চনজঙ্ঘার এই মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ স্থানীয়রাও। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপে আরও একবার নতুন করে আকর্ষণ বাড়ল ডুয়ার্সের।

সন্ধ্যা নামলেই ধানখেতে 'ডায়া গণেশ'

নিজস্ব প্রতিবেদন

- গরুমারা সংলগ্ন নর্থ ইংডংয়ে ধানখেতে হানা দিচ্ছে পরিচিত দাঁতাল হাতি 'ডায়া গণেশ'।
- ফসল বাঁচাতে কৃষকরা রাত জাগছে।
- বনকর্মীদের প্রচেষ্টায় হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানো হলেও বারবার হানা।



আলিপুরদুয়ার: সন্ধ্যা নামলেই ধানখেতে ঢুকে পড়ছে হাতি। ফসল বাঁচাতে রাত জাগছেন কৃষকেরা আর হাতি দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন নর্থ ইংডংয়ে সম্প্রতি এমনই ছবি দেখা যাচ্ছে। গত ২৫ অক্টোবর রবিবার রাতে ধানখেতে হানা দেয় পরিচিত দাঁতাল হাতি 'ডায়া গণেশ'। হাতিটির ডান দিকে দাঁত থাকলেও বাঁ দিকের দাঁতটি নেই। সেই কারণেই তার নাম ডায়া গণেশ। বনদপ্তর ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে পরিচিত এই হাতিটিকে ঘিরে উদ্বেগও রয়েছে। রবিবার রাতে নর্থ ইংডংয়ের ধানখেতে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ ধানের চারা খেতে থাকে সে। স্থানীয়রা তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেও প্রথমে লাভ হয়নি।

হাতি ঢোকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। মূর্তি সংলগ্ন বনাঞ্চলেও বসতি এলাকার কাছে তার আনাগোনা দেখা যাচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন। তবে ফের হাতি হানার আশঙ্কায় উদ্বেগ কাটছে না বাসিন্দাদের।

অতন্দ্র প্রহরীর চেনা অচেনা-৭

বাল্মিকী থেকে বক্সা, তারপর রায়মোনা—নিজের ঠিকানা খুঁজে নেওয়ার এক বাঘিনীর কাহিনি

এক বাঘিনীর আর্তনাদ

অরুণ কুমার

বাঘের গলায় রেডিয়ো কলার পরিয়ে দিলেই কি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়? বিমান থেকে নামিয়ে নতুন অরণ্যে ছেড়ে দিলেই কি সেই বন তার আপন হয়ে ওঠে? আর ক্যামেরা, প্রযুক্তি ও নজরদারির সাহায্যে তার প্রতিটি পদক্ষেপের খবর রাখলেই কি জানা যায় তার মনের কথা?

প্রশ্নগুলো সহজ। কিন্তু উত্তর খুঁজতে গেলেই বুঝতে হয়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মানে শুধু একটি প্রাণীকে এক বন থেকে অন্য বনে নিয়ে যাওয়া নয়। তার খাদ্য, স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র, নিরাপদ আশ্রয় এবং নিজের মতো করে বেঁচে থাকার পরিবেশ নিশ্চিত করাও সমান জরুরি।

বিহারের বাল্মিকী ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে উত্তরবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে নিয়ে আসা হয়েছিল একটি বাঘিনীকে। তাকে ঘিরে ছিল বন সংরক্ষণের প্রত্যাশা, প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন। গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় রেডিয়ো কলার, যাতে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব পরিকল্পনা যে মানুষের মানচিত্র মেনে চলে না, সেই সত্যই যেন নতুন করে সামনে এল।

বক্সা ছেড়ে রায়মোনা—পালিয়ে যাওয়া, নাকি নিজের ঠিকানা খুঁজে নেওয়া?

বক্সায় আসার পর বাঘিনীটি শেষ পর্যন্ত সেখানে স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, সে রায়ডাক, নোনাই, কালজানি ও সংকোশ নদী অতিক্রম করে প্রতিবেশী অসমের রায়মোনা জাতীয় উদ্যানের দিকে চলে যায়।

প্রথম দর্শনে ঘটনাটি মনে হতে পারে, একটি বাঘিনী নির্ধারিত আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে প্রশ্ন জাগে—এটি কি শুধুই স্থান পরিবর্তন, নাকি নিজের উপযোগী পরিবেশ খুঁজে নেওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি?

বাঘিনীটি কেন বক্সা ছেড়ে রায়মোনার দিকে গেল, তার সুনির্দিষ্ট কারণ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ছাড়া নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। খাদ্যের প্রাপ্যতা, বিচরণক্ষেত্রের উপযোগিতা, অন্য বাঘের উপস্থিতি, প্রজননের সম্ভাবনা কিংবা স্বভাবজাত চলাচল—বিভিন্ন কারণ এর পিছনে থাকতে পারে।

তবে তার পরবর্তী আচরণ থেকে কিছু ইতিবাচক লক্ষণ অবশ্যই সামনে আসছে।

রায়মোনায় নতুন আশ্রয়—বাঁশবাগানের আড়ালে স্বস্তির খোঁজ

নতুন তথ্য অনুযায়ী, রায়মোনা জঙ্গলের কাছাকাছি প্রায় ১০০ বিঘা এলাকাজুড়ে বিস্তৃত একটি বাঁশবাগানে বাঘিনীটির অবস্থানের কথা জানা যাচ্ছে। দিনের বেলায় সে ওই বাঁশবাগান থেকে বেরোচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

ঘন বাঁশবাগান বাঘিনীর জন্য আড়াল, বিশ্রাম এবং সাময়িক নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে শুধু দিনের বেলায় সেখানে অবস্থান করলেই নিশ্চিত হওয়া যায় না যে সে সম্পূর্ণ স্বস্তিতে রয়েছে। তার আচরণের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণই এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিতে পারবে।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাঘিনীটি একটি বুনো শূকর ও তার ছানাকে শিকার করেছে বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ, সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে এবং স্বাভাবিক শিকারি প্রবৃত্তি কাজে লাগাচ্ছে।

তার চলাফেরার প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে পায়ের ছাপ ও মলের নমুনা। রেডিয়ো কলারের সাহায্যেও তার অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

এই তথ্যগুলিকে একসঙ্গে বিচার করলে বোঝা যায়, বাঘিনীটি সক্রিয় রয়েছে, চলাফেরা করছে এবং শিকার করতে সক্ষম হচ্ছে। নতুন পরিবেশে তার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলি



এই কি আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ?

এখানেই বাঘিনীর কাহিনিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

মানুষ তার জন্য নতুন অরণ্যের ব্যবস্থা করেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে তার গতিবিধি অনুসরণ করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঘিনীটি নিজের চলাচলের পথ বেছে নিচ্ছে, নিজের খাদ্য সংগ্রহ করছে এবং এমন একটি জায়গায় অবস্থান করছে, যেখানে সে আপাতত আড়ালে থাকতে পারছে।

এই আচরণকে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সম্ভাব্য লক্ষণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এ যেন প্রকৃতির এক নীরব বার্তা—আমাকে

আশাব্যঞ্জক লক্ষণ।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—খাদ্য সংগ্রহ করতে পারা বা সক্রিয় থাকা মানেই তার শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভালো, এমন নয়। তার প্রকৃত স্বাস্থ্য, মানসিক চাপ এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বনদপ্তরের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণ করো, আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করো, কিন্তু আমার স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথটুকুও বুঝতে শেখো।

বাঘিনীটি কি এখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করছে? সে কি এই পরিবেশে স্থায়ী হবে, নাকি আবার নতুন কোনও অরণ্যের দিকে যাত্রা করবে?

এই মুহূর্তে তার উত্তর আমাদের জানা নেই।

হয়তো সময়ই সেই উত্তর দেবে। রেডিয়ো কলারের সংকেত তার অবস্থান জানাবে, পায়ের ছাপ তার চলাচলের প্রমাণ দেবে, আর শিকারের চিহ্ন জানাবে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে কি না। কিন্তু তার স্বস্তি, নিরাপত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সম্পূর্ণ চিত্র পেতে এই সমস্ত তথ্যকে একসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে।

এত নজরদারি, এত ব্যয়—শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সাফল্য কোথায়?

বাঘিনীটিকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে আসা, তার জন্য বিশেষ পরিবহণের ব্যবস্থা করা, রেডিয়ো কলার পরানো এবং তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা—প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে পরিকল্পনা, অর্থ, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ।

এসবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত আয়োজনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী?

শুধু বাঘিনীকে বক্সায় নিয়ে আসা? নাকি এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে সে নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী বাঁচতে পারবে?

সংরক্ষণের সাফল্য শুধু কোনও বাঘের অবস্থান মানচিত্রে চিহ্নিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তার জন্য দরকার পর্যাপ্ত শিকার, উপযুক্ত আবাসস্থল, নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র, প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের সংযোগ এবং মানুষের সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর কার্যকর ব্যবস্থা।

একই সঙ্গে প্রয়োজন উত্তরবঙ্গ, অসম ও ভুটানের সংযুক্ত বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক চলাচলের পথগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা। কারণ বাঘের কাছে প্রশাসনিক সীমানা মানুষের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বেঁচে থাকার উপযোগী পরিবেশ।

বক্সা থেকে রায়মোনার দিকে বাঘিনীর যাত্রা তাই শুধু একটি প্রাণীর স্থান পরিবর্তনের ঘটনা নয়। এটি বৃহত্তর ভূদৃশ্যভিত্তিক বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও মনে করিয়ে দেয়।

বাঘের বেঁচে থাকা, মানুষের জীবিকা—দুটিই গুরুত্বপূর্ণ

এই কাহিনির আর একটি দিক রয়েছে, যা উপেক্ষা করা যায় না।

বক্সার জয়ন্তী-সহ বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষের জীবিকা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত। পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ থাকা কিংবা পর্যটন ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী সীমাবদ্ধতার প্রভাব পড়তে পারে গাড়িচালক, গাইড, হোমস্টে পরিচালনাকারী, দোকানদার এবং অন্যান্য স্থানীয় মানুষের আয়ের ওপর।

বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার দায়িত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা।

সংরক্ষণকে সফল করতে হলে স্থানীয় মানুষকে তার অংশীদার করে তুলতে হবে। তাঁদের অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ এবং মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। পর্যটন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সংঘাতের নয়, সহাবস্থানের হওয়া উচিত।

যে বন বাঘের আশ্রয়, সেই বনকে ঘিরেই বহু মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। তাই বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা এবং মানুষের জীবিকা—দুটিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখার কোনও কারণ নেই।

বাঘিনীর আর্তনাদ—আমরা কি শুনতে পাচ্ছি?

কল্পনার চোখে যদি বাঘিনীটির মনের কথা শোনার চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো সে বলত—

'তোমরা আমাকে অনেক দূর থেকে নিয়ে এসেছ। আমার গলায় যন্ত্র বেঁধে আমার গতিবিধির খবর রাখছ। আমি কোথায় যাচ্ছি, কোথায় থাকছি, কী শিকার করছি—সব জানতে চাইছ তোমরা।

কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কি বুঝতে পারছ?

আমার বেঁচে থাকার মতো বন চাই। চাই পর্যাপ্ত খাদ্য, নিরাপদ আশ্রয়, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করার জায়গা। এমন পরিবেশ চাই, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য আমাকে নতুন করে লড়াই করতে হবে না।

তোমরা আমাকে বক্সায় এনেছিলে। এখন আমি রায়মোনার কাছে এই বাঁশবাগানে আশ্রয় নিয়েছি। আমি চলাফেরা করছি, শিকার করছি, নিজের মতো করে বাঁচার চেষ্টা করছি।

এ কি আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার লক্ষণ? নাকি নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক চলমান চেষ্টা?

সেই উত্তর তোমরাই খুঁজে দেখো। তবে আমার প্রতিটি পদক্ষেপকে তোমাদের পরিকল্পনার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার মাপকাঠিতে বিচার কোরো না। আমার স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগটুকু নিশ্চিত করো।

আমার গলায় বাঁধা যন্ত্রের সংকেত পাওয়ার পাশাপাশি আমার বেঁচে থাকার পরিবেশটাকেও বুঝতে শেখো।'

এই আর্তনাদ বাস্তব কোনও শব্দ নয়। এটি মানুষের কল্পনায় নির্মিত এক বন্যপ্রাণীর নীরব ভাষ্য। কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সংরক্ষণের এক মৌলিক সত্য।

শেষ কথা: নিজের ঠিকানা বেছে নেওয়ার অধিকার

বাল্মিকী থেকে বক্সা, বক্সা থেকে রায়মোনা—বাঘিনীর এই যাত্রা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।

মানুষ তাকে নতুন ঠিকানা দিয়েছিল। কিন্তু সেই ঠিকানায় সে স্থায়ী হবে কি না, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ মানুষের হাতে নেই। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম রয়েছে, বন্যপ্রাণীর নিজস্ব প্রবৃত্তি রয়েছে। সংরক্ষণের বিজ্ঞানকে সেই বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এগোতে হবে।

রায়মোনার কাছে বাঁশবাগানে অবস্থান, নিজের শিকার নিজে ধরতে পারা, চলাফেরা এবং রেডিয়ো কলারের সাহায্যে তার গতিবিধি শনাক্ত করা—সবই ইতিবাচক দিক। কিন্তু তার দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও সুস্থতার মূল্যায়ন এখনও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও পর্যবেক্ষণের জন্য।

বাঘিনীটি হয়তো এখানেই নিজের উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজে পাবে। আবার হয়তো সময়ের সঙ্গে সে অন্য কোনও পথে এগিয়ে যাবে। তার ভবিষ্যৎ

প্রয়াত জুবিন গর্গের মৃত্যুর দ্রুত বিচার পেতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন

আসাম: জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক ও দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে আসামের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রয়াত গায়কের পরিবারবর্গ। সম্প্রতি আসামের লোকভবনে রাজ্যপালের সাথে দেখা করে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন জুবিনের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ এবং বোন পাল্মী বরঠাকুর।

গৌহাটি হাইকোর্ট কর্তৃক মামলার দুই আসামির জামিন মঞ্জুর করার সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিবারটি জানায়, এই ঘটনায় তারা গভীরভাবে মর্মাহত। আসাম সরকারের কাছে তাদের আর্জি, আইনি সংস্থান সাপেক্ষে যেন এই জামিনের নির্দেশকে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। পাশাপাশি, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচার প্রক্রিয়া নজরের জন্য আসামের অ্যাডভোকেট জেনারেলের অধীনে একটি বিশেষ প্রসিকিউশন কোঅর্ডিনেশন মেকানিজম বা সমন্বয় ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে পরিবার।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের লাজারাস দ্বীপে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় জুবিন গর্গের। সিঙ্গাপুর পুলিশ একে নিছক জলে ডুবে মৃত্যু বলে উল্লেখ করলেও, আসামে একাধিক এফআইআর দায়ের হওয়ার পর সিআইডি একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এই মামলায় শ্যামকানু মহন্ত ও সিদ্ধার্থ শর্মা সহ একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। গায়কের পরিবার আর্থিক অনিয়ম ও অন্যান্য সন্দেহজনক কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পাশাপাশি এই মামলায় নিরপেক্ষ ও দ্রুত ন্যায়বিচার দাবি করেছে।



শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্পের সাইট সিলের ঘটনায় এফআইআর মেঘালয় সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলং: ১৫১ কোটি টাকার শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্পের নিম্ন টার্মিনাল সাইট বেআইনিভাবে জবরদখল ও সিল করার অভিযোগে খাসি হিলস স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের এক পরিদর্শকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে মেঘালয় সরকার। সরকারের দাবি, ওই জমিটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি এবং সেখানে এখনও কোনো নির্মাণকাজ শুরুই হয়নি।

- শিলং রোপওয়ে সাইট সিল নিয়ে এফআইআর
- সরকারি জমিতে কোনো নির্মাণকাজ শুরু হয়নি
- প্রকল্প বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার



লাবান থানায় দায়ের করা এই এফআইআর প্রসঙ্গে পর্যটন দপ্তরের কমিশনার ও সচিব আর. এম. কুরবাহ জানান, সাইটটি সিল করার দায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, মদন লাবানে অবস্থিত নিম্ন টার্মিনাল সাইটটি সরকারি জমি এবং প্রকল্পের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য সেখানে একটি অস্থায়ী শিবির তৈরি করা হয়েছিল। মাটির পরীক্ষা, রাস্তা তৈরি এবং জমি সমতল করার কাজের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর অর্থপুষ্ট এই প্রকল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে এবং এখনও পিলারের কোনো ভিত্তিপ্রস্তর বা নির্মাণকাজ শুরু হয়নি।

প্রকল্পটি নিয়ে স্থানীয় মহলে কিছু আপত্তি উঠলেও সরকার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখনই এই উদ্যোগ বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি।

বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে ভুটানের গেলেফুতে ১০৮টি স্তূপ নির্মাণের উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব শান্তি ও আধ্যাত্মিক সম্প্রীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ভুটানের প্রস্তাবিত 'মাইন্ডফুলনেস সিটি' গেলেফুর মাও চু নদীর ধারে ১২ কিলোমিটার এলাক জুড়ে ১০৮টি বৌদ্ধ স্তূপ বা 'জাংচুব চোরতেন' নির্মাণের এক বিশাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রায় ৪,০০০ স্বেচ্ছাসেবক ও নির্মাণকর্মীর অংশগ্রহণে আগামী ১ নভেম্বর মধ্যরাতে এই কাজ শুরু হবে এবং মাত্র ১৪ ঘণ্টার মধ্যে তা সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ২০টিরও বেশি দেশ থেকে পর্যটক, বিনিয়োগকারী, কূটনীতিক এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ প্রায় এক লক্ষেরও বেশি মানুষের সমাগম ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে, অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে ভারত-ভুটান সীমান্তে আসামের চিরাঙ জেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে বিটিসি প্রশাসন। ভুটানগামী দর্শনার্থীদের যাতায়াত সুগম করতে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে দাদগিরি ও সামথাইবারিতে দুটি নতুন গেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা সম্প্রতি উদ্বোধন করেন বিটিসি প্রধান হাগ্রামা মহিলারি।

আন্তর্জাতিক

ঢাকার তুরাগ নদে মিলল কথিত হাসিনার ভিডিও ধারণ করা বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তার দেহ

শাহ মতিন টিপু

ঢাকা: নিখোঁজের এক দিন পর রাজধানী ঢাকা সংলগ্ন তুরাগ নদ থেকে বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তাহসিফ সুরির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে উত্তরখান থানার ডিউটি অফিসার শাহিনুর জামান বলেন, বুধবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা তুরাগ নদ থেকে তাহসিফ সুরির লাশ উদ্ধার করেন।



নৌপুলিশ সূত্র জানায়, ২৮ অক্টোবর বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে উত্তরখান থানাধীন রাজাবাড়ী ঘাট সংলগ্ন তুরাগ নদীতে টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তারা পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করেন। এ সময় তাঁর পরনে ছিল সাদা পাজামা ও কালো জামা। হাতে ঘড়ি ও পকেটে আইফোন পাওয়া যায়। পরে তাঁর সঙ্গে থাকা আইফোনের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করা হয়। তাঁর নাম ফ্ল্যা. লে. (অব.) তাহসিফ সুরি, পিতা: কে এম এনায়েতুর রহমান, ঠিকানা: উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টর, করবি ১৪বি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উড়োজাহাজে করে দেশত্যাগের ভিডিওটি তাহসিফ ধারণ করেছিলেন বলে আলোচনা রয়েছে। যদিও এই তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ গণমাধ্যমের হাতে নেই।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে গাফিলতির প্রমাণ মেলায় পদত্যাগ হংকংয়ের আবাসন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

হংকং: হংকংয়ের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে প্রশাসনিক তদারকিতে গুরুতর ঘাটতি ধরা পড়ার পর পদত্যাগ করেছেন সে দেশের আবাসন সচিব উইনি হো। বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে এই পদত্যাগের কথা জানান হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি। ঘটনার দায় স্বীকার করে জন লি সহ আট শীর্ষ কর্মকর্তা সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে উত্তর তদারকি জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের সাতটি আবাসিক টাওয়ারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। ভবনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের



কাজ চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জানা গিয়েছে, আবাসন ব্যুরোর স্বাধীন চেকিং ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পর্যবেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছিল। এর পরেই আবাসন সচিব উইনি হো ব্যক্তিগত কোনো দুর্নীতিতে যুক্ত না থাকলেও রাজনৈতিক দায়ভার নিয়ে গত বুধবার ২৮ অক্টোবর পদত্যাগপত্র জমা দেন।

এদিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ঘটনায় ইতিমধ্যে সাতজন ব্যক্তি ও দুটি কোম্পানির বিরুদ্ধে নরহত্যা এবং প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ৩০ কোটিরও বেশি হংকং ডলারের সংস্কার প্রকল্পটির চুক্তি পাইয়ে দিতে অভিযুক্ত কোম্পানিগুলি পূর্ববর্তী মামলার তথ্য গোপন করে অ্যাপার্টমেন্টের মালিকদের সাথে প্রতারণা করেছিল।

পদ্মাসেতু এলাকায় সন্ধ্যার পর পর্যটকদের ঘোরাফেরায় নিষেধাজ্ঞা

শাহ মতিন টিপু

ঢাকা: মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মাওয়া প্রান্তের শিমুলিয়া ঘাট ও পদ্মাসেতু এলাকায় সন্ধ্যা ৬টার পর সব ধরনের নৌযানে পর্যটকদের ঘোরাফেরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

বুধবার ২৮ অক্টোবর বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পদ্মা সেতুর ৩, ৪ ও ৫ নম্বর পিলার এলাকা এবং শিমুলিয়া ঘাটের সার্বিক নৌ-নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিন পরিদর্শন করে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান লৌহজং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা ববি মিতু। এ সময় পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদ্মাসেতু এলাকায় বিশেষ সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়।

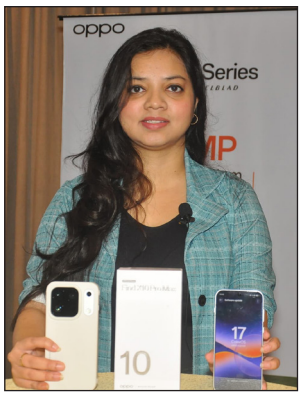


পরিদর্শনকালে শিমুলিয়া ঘাটের সার্বিক পরিস্থিতি, নদীপথে পর্যটকদের চলাচল, নৌযানের নিরাপত্তা এবং পদ্মাসেতুর সংশ্লিষ্ট পিলার এলাকার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময় নদীপথে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার, ঘাট এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিশেষ করে পদ্মা সেতুর পিলার সংলগ্ন এলাকায় পর্যটকদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টার পর কোনো পর্যটক যাতে নদীতে ঘোরাফেরা করতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

লৌহজং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা ববি মিতু জানান, মাওয়া ও শিমুলিয়া ঘাট পদ্মা নদীভিত্তিক পর্যটন ও নৌ-যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নদীপথে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লঞ্চ হলো ‘ওপো ফাইন্ড এক্স10’ সিরিজ



কলকাতা: ওপো ইন্ডিয়া তাদের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনের বাজারে এক নতুন বিপ্লব ঘটিয়ে দুর্দান্ত ‘ওপো ফাইন্ড এক্স10’ সিরিজ লঞ্চ করেছে। এই নতুন সিরিজে ওপো ফাইন্ড এক্স10 এবং ওপো ফাইন্ড এক্স10 প্রো ম্যাক্স এই দুটি মডেল বাজারে আনা হয়েছে। এই ফোনগুলিতে HASSELBLAD-এর সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি ইন্ডাস্ট্রির প্রথম ট্রিপল ২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সিস্টেম এবং নতুন কালারওএস ১৭ যুক্ত করা হয়েছে, যা ইউজারদের ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির এক দারুণ অভিজ্ঞতা দেবে। ওপো ইন্ডিয়া-র কমিউনিকেশনস হেড গোল্ডি পট্টনায়ক এই লঞ্চ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, এই সিরিজটি ক্রিয়েটরদের ছবির নিখুঁত রং ও সূক্ষ্ম বিবরণ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ফাইন্ড এক্স10 প্রো ম্যাক্স মডেলে ভারতের প্রথম ২-ন্যানোমিটার মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৯৬০ প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যা এর কার্যক্ষমতাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এছাড়া দীর্ঘ সময় ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য এতে ৮০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের শক্তিশালী ব্যাটারি এবং দ্রুত চার্জিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ফোনগুলির দাম ১,৩৯,৯৯৯ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে। স্মার্টফোনের পাশাপাশি কোম্পানি তাদের স্মার্ট ইকোসিস্টেম আরও সমৃদ্ধ করতে ওপো প্যাড মিনি ট্যাব, উন্নত অডিও কোয়ালিটির OPPO ENCO X4 ইয়ারবাড এবং একটি ১০,০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের স্লিম পাওয়ার ব্যাংকও লঞ্চ করেছে। এই ডিভাইসগুলি গ্রাহকদের দৈনন্দিন কাজ, বিনোদন ও যোগাযোগকে আরও সহজ ও সাবলীল করে তুলবে।

গ্রাহকদের জন্য এই ডিভাইসগুলি কেনার ক্ষেত্রে নানা আকর্ষণীয় অফার রাখা হয়েছে। ক্রেতারা সহজ মাসিক কিস্তি বা ইএমআই, ক্যাশব্যাক, এক্সচেঞ্জ বোনাস এবং ব্যাংকের কার্ডে বিশেষ ছাড় উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া নির্দিষ্ট অফারের অধীনে বিনামূল্যে উপহার এবং জিও-এর মাধ্যমে ক্যানভা প্রো সাবস্ক্রিপশন ও গুগল এআই প্রো-এর মতো অতিরিক্ত সুবিধাও পাওয়া যাবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, শক্তিশালী ক্যামেরা এবং চমৎকার ডিজাইনের সমন্বয়ে তৈরি এই নতুন সিরিজটি প্রিমিয়াম স্মার্টফোন বাজারে ক্রেতাদের আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেপিসি মেডিকেল কলেজে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু

কলকাতা: যাদবপুরের কেপিসি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তাদের একটি ইউনিটে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করেছে। কলকাতার বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে এটিই প্রথম এ ধরনের সোলার ইনস্টলেশন বলে জানানো হয়েছে।

যাদবপুরের বিধায়ক সর্বাঞ্জনা (সর্বরী) মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ বায়বীয় শক্তি উন্নয়ন পর্ষদের (WBREDA) প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও গ্রিন অস্কার বিজয়ী ড. শান্তিপদ (এস.পি.) গোঁ সাই চৌধুরী এই প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করেন।

কেপিসি মেডিকেল কলেজের সিইও দেবব্রত দত্ত জানান, এই প্রকল্পের জন্য যে বিনিয়োগ করা হয়েছে, তা প্রায় তিন বছরের মধ্যে উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর পর আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছর ধরে এই সুবিধা থেকে বিদ্যুৎ খরচ বাবদ সাশ্রয় পাওয়া যাবে।

সোলার প্ল্যান্টটি ডিজাইন ও ইনস্টল করেছে ইনোভেল এনার্জি



সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে যা ভাস্কর সোলার নামে পরিচিত ছিল)। কোম্পানিটির সিইও পার্থ পি. চট্টোপাধ্যায় বলেন, সোলার ইনস্টলেশনের ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণকাজে তাঁরা গুণগত মানকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন। তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, এই প্রকল্পটি নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পারফরম্যান্স দেবে এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও সৌরশক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেপিসি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল সোসাইটির সেক্রেটারি কৃষ্ণ দাস এবং কেপিসি গ্রুপের সপ্না দত্ত। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কেপিসি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধিভুক্ত এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনোভেল এনার্জি সার্ভিসেস ইতিমধ্যে আড়াই লক্ষেরও বেশি ইনস্টলেশন সম্পন্ন করেছে।

হাওড়ায় অ্যাম্পিয়ারের রিটেইল ও পরিষেবা নেটওয়ার্ক প্রসার

হাওড়া: হাওড়ায় রিটেইল ও পরিষেবা নেটওয়ার্ক প্রসারিত করল গ্রিভস ইলেকট্রিক মোবিলিটির ব্র্যান্ড ‘অ্যাম্পিয়ার’। ডোমজুড়ের বিকাশ বাইকস পয়েন্ট এবং শিবপুরের কৃষ্ণা মোটোওয়াইল্ডস প্রাইভেট লিমিটেড-এ দুটি নতুন এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারের উদ্বোধন করেছে তারা। এর ফলে এই অঞ্চলের গ্রাহকরা একই ছাদের নিচে সম্পূর্ণ বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহজেই পেয়ে যাবেন।

নতুন এই কেন্দ্রগুলিতে অ্যাম্পিয়ারের ‘BHARAT KI SMART RIDE’ পোর্টফোলিওর বিভিন্ন ইলেকট্রিক স্কুটার প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী ৫ কিলোওয়াট মোটরযুক্ত এবং একাধিক রেকর্ডধারী AMPERE NEXUS EX+, যা কঠিন ভূখণ্ডেও সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। এছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহার ও সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য MAGNUS GMAX, আরামদায়ক রাইডিংয়ের জন্য MAGNUS NEO এবং তরুণ রাইডারদের জন্য সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া



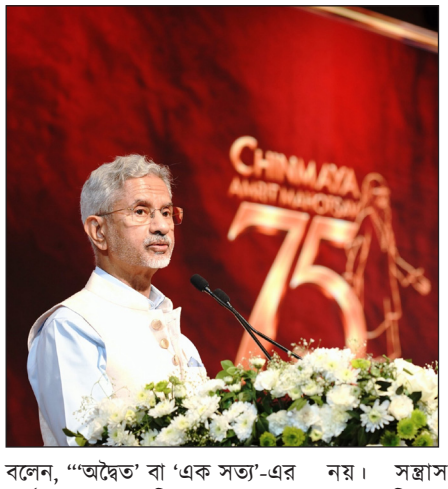
REO VYB অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

NEXUS EX+ ও MAGNUS GMAX মডেলগুলি ৩০টিরও বেশি স্মার্ট ফিচারের ‘ইন্টেলিপ্যাক’ এবং নেক্সট-জেন এলএফপি ব্যাটারি প্রযুক্তি সহ উপলব্ধ। এর সঙ্গে মিলছে ৫ বছর বা ৭৫,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি ওয়ারেন্টি। সম্প্রতি MAGNUS GMAX অরুণাচল থেকে কচ্ছ পর্যন্ত প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এন্ডুরেন্স রাইড এবং নেক্সাস প্ল্যাটফর্ম কোল্লি পাহাড়ের ৭০টি হেয়ারপিন বেন্ডসহ ১৩,২০০ ফুট উঁচুতে শিপকি লা পাস সফলভাবে জয় করেছে। আধুনিক এই এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারগুলি গ্রাহকদের জন্য ইলেকট্রিক মোবিলিটিকে আরও সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।

বিশ্ব সংকট সমাধানে ‘অদ্বৈত’ ভাবনার ওপর জোর জয়শঙ্করের

কলকাতা: জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে চিন্ময় অমৃত মহোৎসব গ্লোবাল সম্মেলনে বিশ্ব শান্তি ও কূটনীতি নিয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে সম্মেলনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ‘অদ্বৈত’ বা এক সত্য। জয়শঙ্কর বলেন, “অদ্বৈত-এর ধারণা আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার শিক্ষা দেয়।”

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতি অনুসারে, ড. জয়শঙ্কর জোর দিয়ে



বলেন, “‘অদ্বৈত’ বা ‘এক সত্য’-এর দর্শন আমাদের ‘জিরো-সাম গেম’ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে, যেখানে এক পক্ষের জয় অন্য পক্ষের পরাজয়ের মূল্যে অর্জিত হয়।” তিনি আরও বলেন, “এর অর্থ হলো আমাদের অবিভাজ্যতাকে বোঝা, উপলব্ধি করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা। এটি আমাদের জিরো-সাম গেমের চিন্তা বাদ দিয়ে সমষ্টিগত, ভাগ করে নেওয়া, সাধারণ এবং সর্বোপরি আমাদের ঐক্যের ওপর নজর দিতে বাধ্য করে।”

বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাতের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সতর্ক করে দেন যে শান্তি অবিভাজ্য। বিশ্বের যেকোনও প্রান্তের যুদ্ধ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটি সর্বত্র শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ড. জয়শঙ্কর দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করেন যে ভারত আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সংকট সমাধানের পছন্দের উপায় হিসেবে সর্বদা ‘সংলাপ ও কূটনীতি’র পক্ষে ওকালতি করে এসেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিশ্ব সংস্থার ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কথা বলে জানান, পৃথিবীর কোথাও বড় কোনও সংকট তৈরি হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চুপ করে দর্শক হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এক এবং দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানান।

চিন্ময় মিশনের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য আয়োজিত এই সম্মেলনে জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর স্টেফান প্রিসনার সহ বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপদ অবসরের জন্য আইসিআইসিআই-এর নতুন পেনশন প্রোডাক্ট

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্স লিমিটেড ‘আইসিআইসিআই লাইফ গ্যারান্টিড ইনডেক্সড পেনশন’ নামে একটি নতুন অবসরকালীন প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছে। এটি গ্যারান্টিড ও ভ্যারিয়েবল অ্যানুইটির এক অনন্য মিশ্রণ, যা আয়ের স্থিতিশীলতার পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি থেকে সুরক্ষা দেয়। এই প্রোডাক্টটির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ৬০% থেকে ১০০% পর্যন্ত গ্যারান্টিড অ্যানুইটি অংশ বেছে নেওয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি, যার বাকি অংশটি NIFTY 50 TOTAL RETURN INDEX-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি গ্রাহকদের বাজারে অংশ নিতে এবং তাদের অবসরের সুবর্ণ দিনগুলিতে আয়ের বাড়তি সুযোগ তৈরিতে সক্ষম করে তুলবে।

আইসিআইসিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার মিঃ বিকাশ গুপ্ত বলেছেন, “ক্রমবর্ধমান আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দীর্ঘ অবসরের পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক অগ্রাধিকার পরিবর্তনের কারণে এমন অবসরকালীন সমাধান থাকা অত্যন্ত জরুরি, যা স্থিতিশীলতা দেওয়ার পাশাপাশি মার্কেট-কানেকটেড আয়ের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও অফার করে।” তিনি আরও বলেন, “আইসিআইসিআই লাইফ গ্যারান্টিড ইনডেক্সড পেনশনের মাধ্যমে, গ্রাহকরা বাজারের পারফরম্যান্স থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগের পাশাপাশি তাদের পছন্দমতো গ্যারান্টিড আয়ের লেভেল বেছে নিতে পারেন। এই ফ্লেক্সিবিলিটি তাদের আরও আত্মবিশ্বাস ও আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে অবসর জীবন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।”

এই প্রোডাক্টটি ক্রয়ের মূল্য ফেরতসহ সিঙ্গেল ও জয়েন্ট-লাইফ অপশন দেয় এবং গ্রাহকের মৃত্যুতে পরিশোধিত মোট প্রিমিয়াম নমিনিকে ফেরত দেওয়া হয়।

এছাড়া, ‘অ্যানুইট্যান্ট অ্যাডভান্স’ ফিচারের মাধ্যমে পরবর্তী ৫ বছরের গ্যারান্টিড অ্যানুইটির ৯৯% পর্যন্ত অগ্রিম নগদ টাকা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। গ্রাহকরা প্রয়োজন অনুযায়ী মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে পেআউট বেছে নিতে পারেন।

এছাড়াও, স্বাস্থ্যসেবা ও সুস্থতার সুযোগ দিয়ে এই প্রোডাক্টটি আইসিআইসিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অবসরকালীন পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করে। এটি গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনায় ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় এবং কোম্পানির ‘হর কল আসান’ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের দুর্দান্ত ত্রৈমাসিক ফলাফল

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত দ্বিতীয় কোয়ার্টারের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এই কোয়ার্টারে ব্যাংকের কার্যক্ষমতা বেশ ভালো ও উন্নত ছিল।

ব্যাংকের স্বতন্ত্র নিট মুনাফা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯% বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২১২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের কোয়ার্টারের তুলনায় ২% বেশি। অন্যদিকে, কনসোলিডেটেড নিট মুনাফা ২৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৬৪৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই কোয়ার্টারে নেট সুদের আয় ১৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৪৫৯ কোটি টাকা হয়েছে এবং ফি ও সেবামূলক আয় ২১% বৃদ্ধি পেয়ে ২,৯২৫ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ব্যাংকের নিট অগ্রিম ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৭,২৯৫ কোটি টাকা হয়েছে এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৬,৫১,৪৯১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকের মোট গ্রাহক সংখ্যা ৫.১ কোটিতে পৌঁছেছে। ঋণের ক্ষেত্রে গুণগত মানেও উন্নতি দেখা গিয়েছে; গ্রস এনপিএ কমে ১.০৪% এবং নিট এনপিএ ০.২৪% হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত বা সিএআর ২০ শতাংশের ওপরে রয়েছে।

পুজোয় সতেজতার ছোঁয়া কোকা-কোলার

কলকাতা: দুর্গাপুজো মানেই পরিবারের পুনর্মিলন, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, স্থানীয় খাবার এবং আড্ডা। বাংলার এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উৎসবের আনন্দকে আরও কাছের করে তুলতে পুজোর মরশুমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া।



প্রিয়জনদের ঘরে ফেরার আনন্দ উদ্‌যাপন করতে মাজা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় উৎসবের সাজসজ্জা ও ছবি তোলার ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি, মাজা দিয়ে তৈরি মদ্যবিহীন পানীয় চেখে দেখার সুযোগ করে দেয় 'কলকাতা মিক্সোলজি' উদ্যোগ। বাংলার আমন্ত্রণের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে 'মাজা আমন্ত্রণ'। খুচরো দোকান, অস্থায়ী উৎসবের স্টল এবং দ্রুত অনলাইন পণ্য সরবরাহ পরিষেবার মাধ্যমেও পানীয়ের জোগান নিশ্চিত করা হয়।

কলকাতার আড্ডার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে কোকা-কোলা আয়োজন করে 'লাল মেঝে'। অন্যদিকে, বাংলার ঝাল খাবার ও মণ্ডপে ঘোরার আকর্ষণকে কেন্দ্র করে স্প্রাইট নিয়ে আসে 'স্প্রাইট ও ঝাল পুজো চ্যালেঞ্জ'। এর মাধ্যমে কলকাতার জনপ্রিয় খাবারের জায়গাগুলিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের আয়োজন করা হয়। ছিল বিশেষ প্রচারমূলক গাড়ি, খাবারের দোকানে প্রচার, মণ্ডপে ঘোরার সরঞ্জাম এবং 'স্প্রাইসি' নামের মাসকটের উপস্থিতি।কলকাতার জনপ্রিয় বিরিয়ানির দোকানগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে থামস আপ-ও পুজোর খাওয়াদাওয়ার আনন্দের অংশ হয়ে ওঠে।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সমন্বিত পরিচালন বিভাগের সহ-সভাপতি সন্দীপ বাজোরিয়া বলেন, উৎসব পরিবার ও সম্প্রদায়কে একত্রিত করে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও চাহিদার সঙ্গে সংস্থার বিভিন্ন পানীয়কে যুক্ত করে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং শক্তিশালী বণ্টন ব্যবস্থা ও খুচরো বিক্রির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানীয় পৌঁছে দেওয়াই সংস্থার লক্ষ্য।

'বিশ্বাসের উৎসব' উদ্যোগের মাধ্যমে কিনলে পুজোর মরশুমে নিরলসভাবে কাজ করা ঢাকিদের সম্মান জানায়। ঢাকি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, মিনিট মেইড ও পাওয়ারেড জনসমাগমপূর্ণ পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় পানীয়ের নমুনা বিতরণ করে। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা নিম্বু ফ্রেশ, মিশ্র ফলের পানীয় এবং আপেলের স্বাদের পানীয় চেখে দেখার সুযোগ পান।

ভারতজুড়ে স্পেয়ার পার্টস নেটওয়ার্ক বাড়াল জাওয়া ও ইয়েজদি

কলকাতা: ডিলারশিপের বাইরেও জেনুইন স্পেয়ার পার্টস সহজে উপলব্ধ করতে ভারতজুড়ে অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক চালু করেছে জাওয়া, ইয়েজদি ও বিএসএ মোটরসাইকেলস। এর ফলে গ্রাহক ও ওয়ার্কশপগুলো আরও দ্রুত ও সুবিধাজনকভাবে আসল যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে পারবে। ডিলারশিপের বাইরেও সময়মতো আসল যন্ত্রাংশ পৌঁছে দিতে দেশজুড়ে কৌশলগত স্থানে নতুন ডিস্ট্রিবিউশন অংশীদার যুক্ত করেছে জাওয়া, ইয়েজদি ও বিএসএ। এর ফলে শহুরে ও উদীয়মান সব অঞ্চলেই গ্রাহকরা দ্রুত ও সহজে স্পেয়ার পার্টস পাবেন।মোটরসাইকেল পোর্টফোলিও ও 'নোম্যাড কমিউনিটি' বৃদ্ধির পাশাপাশি জেনুইন স্পেয়ার পার্টসের সহজলভ্যতা গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা, গুণগত মান এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও নিশ্চিত করে।



ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ অনুপম থারেজা বলেছেন, "যত বেশি রাইডার জাওয়া, ইয়েজদি এবং বিএসএ বেছে নিচ্ছেন, একটি নিরবচ্ছিন্ন মালিকানার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেনুইন স্পেয়ার পার্টসের সহজলভ্যতা বাড়ানো সেই অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং আমাদের অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ সারা ভারতে সেগুলি আরও সহজে পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা ধারাবাহিকভাবে গ্রাহকদের মতামত শুনে আসছি এবং আমাদের ওনারশিপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য বিনিয়োগ করেছি, যার মূল লক্ষ্য আমাদের রাইডারদের জন্য সহায়তা আরও সহজলভ্য ও সুবিধাজনক করা। এই উদ্যোগটি ওনারশিপ যাত্রাজুড়ে আরও বেশি আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শান্তি গড়ে তোলার আমাদের প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে।"

পুজোর আড্ডা ফেরাতে কোকা-কোলার 'লাল মেঝে' ক্যাম্পেইন

কলকাতা: এই দুর্গাপূজায় কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আড্ডা সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে 'লাল মেঝে' নামের একটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নিয়ে হাজির হয়েছে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া। পাড়ার চেনা উঠোন, বারান্দা বা জমায়েতের স্থানগুলি কলকাতার সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। শহুরে আধুনিকতার কারণে সেই ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায়, কোকা-কোলা 'লাল মেঝে'র মাধ্যমে সেগুলিকেই পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যাতে পুজোর ব্যস্ততার মাঝেও মানুষ একটু সময় বের করে স্বস্তিতে আড্ডা দিতে পারেন।

প্যান্ডেল হপিং আর খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি বন্ধু, পরিবার ও পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গে হঠাৎ করে জমায়েত হওয়া দুর্গাপূজার একটি অত্যন্ত প্রিয় অংশ। নির্দিষ্ট 'লাল মেঝে' আড্ডা জোনের মাধ্যমে কোকা-কোলা পুজোর আনন্দে এই ঐতিহ্যকে আবার যুক্ত করতে চাইছে।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও সাউথওয়েস্ট এশিয়ার মার্কেটিংয়ের সিনিয়র ডিরেক্টর কার্তিক সুব্রামানিয়ান বলেন, "'লাল মেঝে'র মাধ্যমে আমরা কেবল বসার জায়গা দিতে চাইনি, বরং এটি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি যে জীবন যতই ব্যস্ত হোক না কেন, প্রিয় মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় সব সময়ই থাকা উচিত। কলকাতার সংস্কৃতিতে আড্ডা একটি অপরিহার্য অঙ্গ, আর এই টুগেদারনেস ঐতিহ্য উদযাপনের জন্য পুজোর চেয়ে ভালো সময় আর হতে পারে না।"

ওগিলভি ইন্ডিয়ার গ্রুপ সিসিও সুকেশ নায়েক বলেন, "ক্যাফে বা আধুনিক আড্ডার জায়গা তৈরি হওয়ার অনেক আগে থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে ছিল আমাদের চেনা লাল মেঝে। মার্ক্স থেকে মোহনবাগান, প্রথম ভালোলাগা থেকে তুমুল তর্ক, সবকিছুর সাক্ষী এই লাল অক্সাইডের মেঝে। এটি কখনোই কেবল একটি মেঝে ছিল না। আর এই পুজোয় কোক সেটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।" এছাড়াও, একটি বিশেষ কোকা-কোলা 'লাল মেঝে' মাইক্রোসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁদের আড্ডার জন্য পছন্দের স্থান ও সময় বুক করতে পারবেন।



দৈনিক দুশো ছাড়াল উড়ান সংখ্যা, নেটওয়ার্ক প্রসার আকাসা এয়ার-এর

কলকাতা: ভারত ও তার বাইরে নিজেদের নেটওয়ার্ক উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করার কথা ঘোষণা করেছে দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল বিমান সংস্থা আকাসা এয়ার। বর্তমানে তাদের দৈনিক উড়ান সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। এই সম্প্রসারণের ফলে প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে এবং যাত্রীরা আরও বেশি সুবিধা ও বিকল্প পাবেন।

নতুন এই নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির ফলে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে উড়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব ভারতে কলকাতার উপস্থিতি আরও জোরদার করা হয়েছে। কলকাতা থেকে এখন সাপ্তাহিক উড়ান সংখ্যা বাড়িয়ে ৯৫টি করা হয়েছে এবং শহরে একটি নতুন ক্রু বেস স্থাপন করা হয়েছে, যা পূর্ব ভারতে সংস্থার ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

সংস্থার এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আকাসা এয়ারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ কমার্শিয়াল অফিসার আনন্দ শ্রীনিবাসন বলেন, "চার বছর আগে যখন আমরা আকাসা এয়ার শুরু করি, তখন বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল এভিয়েশন বাজারে একটি অর্থবহ বিমান সংস্থা গড়ে তোলার সুযোগ দেখেছিলাম। আমাদের আজকের এই নেটওয়ার্কের পরিধি ও গভীরতা প্রমাণ করে যে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি। যাত্রীদের জন্য ভ্রমণকে আরও সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং আনন্দদায়ক করে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।"

নতুন ফ্লাইট ও বর্ধিত ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, জয়পুর, উদয়পুর, কোঝিকোড় সহ বিভিন্ন মেট্রো ও নন-মেট্রো শহরের মধ্যে যোগাযোগ আরও মসৃণ করা হয়েছে। আকাসা এয়ারের এই ধারাবাহিক সম্প্রসারণ দেশের এভিয়েশন খাতের বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণে অ্যামওয়ে, বাড়ছে স্টোরের সংখ্যা

শিলিগুড়ি: ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন শহরে স্টোরের পরিসর বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া। সংস্থার প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাইকেল নেলসন গুরগাঁওয়ে নতুন স্টোরের উদ্বোধন করেন। গত বছর ঘোষিত ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিলিগুড়িতেও একটি স্টোর নতুনভাবে সাজিয়ে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা পণ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ডিস্ট্রিবিউটররা গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন।

মাইকেল নেলসন বলেন, "ভারত অ্যামওয়ের বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহকেরা বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পণ্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবা চাইছেন। সেই চাহিদা পূরণে আধুনিক কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজনীশ চোপড়া জানান, এই স্টোরগুলি শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়, বরং গ্রাহক ও ডিস্ট্রিবিউটরদের যোগাযোগের কেন্দ্র। গত এক বছরে নতুন স্টোর চালু ও পুরনো স্টোর আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সংস্থার উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমানে সারা দেশে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ৮৫টিরও বেশি স্টোর রয়েছে। পুনে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, ইম্ফল, ভাগলপুর, আনন্দ, আমদাবাদ, বঙ্গাইগাঁও, আগ্রা ও নান্দেড়-সহ বিভিন্ন শহরে ইতিমধ্যেই ১৪টিরও বেশি স্টোর চালু বা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বড় শহরের পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতেও ব্যবসা সম্প্রসারণে জোর দিচ্ছে সংস্থা।



নবরাত্রিতে উৎসবমুখর পরিবেশ ও রিফ্রেশমেন্ট নিয়ে এল কোকা-কোলা ইন্ডিয়া



কলকাতা: সঙ্গীত, নৃত্য ও ঐতিহ্যবাহী উদযাপনের মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করার সেরা সময় হলো নবরাত্রি। এই উৎসবের মরসুমে গুজরাটের বিভিন্ন প্যান্ডেল, গরবা ভেন্যু এবং স্থানীয় বাজারে নিজেদের বিভিন্ন পানীয়ের সমাহার নিয়ে হাজির হয়েছে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া। এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো বিশ্বের বৃহত্তম গরবা উৎসব 'ইউনাইটেড গরবা মহোৎসব' এবং ঐতিহাসিক 'লক্ষ্মী বিলাস প্যালেস হেরিটেজ গরবা'-তে কোকা-কোলার উপস্থিতি। পাশাপাশি, আমেদাবাদের অন্যতম জনপ্রিয় গরবা প্যান্ডেল 'রংমোরলা'-র বেভারেজ পার্টনার হয়েছে কোকা-কোলা। কোক স্টুডিওর জনপ্রিয় গান 'খালাসি'-র খ্যাত শিল্পী আদিত্য গাধভীর এই আয়োজনে থাকছে বিশেষ বেভারেজ স্টল, মাজা মিক্সোলজি স্টেশন এবং সেলফি জোন। এছাড়া, উৎসবে সুপেয় পানীয় পৌঁছে দিতে থাকছে 'কোক অন হুইলস'।

মাজা নিয়ে এসেছে বিশেষ 'মিক্সোলজি অ্যাক্ট', যেখানে দর্শনার্থীরা নানা মকটেল উপভোগ করতে পারবেন। স্প্রাইট নিয়ে এসেছে 'স্প্রাইট এক্স স্পাইসি' অভিজ্ঞতা, আর থামস আপ আনছে 'থামস আপ এক্স স্নাকিং' উদ্যোগ। পাশাপাশি, কিনলে ও মিনেট মেইড পাল্পি অরেঞ্জের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের হাইড্রেটেড ও চাঙ্গা রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও সাউথওয়েস্ট এশিয়ার ইন্টিগ্রেটেড অপারেশনসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সন্দীপ বাজোরিয়া বলেন, "উৎসবের এই দিনগুলিতে পরিবার ও সমাজ একত্র হয়। আমাদের লক্ষ্য হলো এই আনন্দঘন মুহূর্তে বিভিন্ন পানীয়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের সতেজ ও উদ্দীপ্ত রাখা।" কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার এই বর্ণিল আয়োজন নবরাত্রির উৎসবের আনন্দকে আরও দ্বিগুণ করে তুলেছে।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে নেসলে ইন্ডিয়ার দুর্দান্ত আর্থিক বৃদ্ধি

কলকাতা: নেসলে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং বোর্ড ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে। আলোচ্য কোয়ার্টারে সব ধরনের পণ্য বিভাগে শক্তিশালী ভলিউম বৃদ্ধির হাত ধরে কোম্পানির মোট বিক্রি ২০.৫% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৭৮২.২ কোটি টাকায়। এছাড়া কোম্পানির কর-পরবর্তী মুনাফা ৩৬.৩% বেড়ে হয়েছে ১,০২৬.৮ কোটি টাকা। একই সঙ্গে পরিচালন মার্জিন সুস্থির রেখে বিজ্ঞাপন ও বিপণন খাতে ব্যয় ৪৬% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ফলাফল প্রসঙ্গে নেসলে ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মণীশ তিওয়ারি জানান, সামগ্রিক পণ্য বিভাগে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে এবং দেশীয় বাজারে বিক্রি বেড়েছে ২০.৪%। খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির মতো বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংস্থাটি ক্রমাগত উদ্ভাবন, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্র্যান্ডের ওপর বিনিয়োগে জোর দিচ্ছে। তিনি সানন্দ ও পোন্ডা কারখানার সিআইআই খাদ্য সুরক্ষা পুরস্কার এবং সমালখা কারখানার নেসলে গ্লোবাল কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য কর্মীদের অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশের তাহলিওয়াল কারখানার নিকটবর্তী বাথরি গ্রামে সংস্থার গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির ইতিবাচক সামাজিক প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কোয়ার্টারটি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, কিটক্যাট, মাঞ্চ ও মিল্কিবারের জনপ্রিয়তায় ভর করে কনফেকশনারি বিভাগে শক্তিশালী দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। নেসক্যাফে ও নেসপ্রেসোর হাত ধরে পানীয় বিভাগে প্রিমিয়াম পণ্যের বিস্তার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ম্যাগি নুডুলসের গ্রামীণ প্রসার এবং মশলা-এ-ম্যাজিকের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে রান্নার সহায়ক সামগ্রীর বিক্রি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। পোষ্যদের খাদ্য বা পেট ফুড ব্যবসা এবং বাইরে খাওয়ার সামগ্রী সরবরাহকারী নেসলে প্রফেশনাল ক্ষেত্রেও শক্তিশালী অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

কুইক কমার্স এবং ডিজিটাল মাধ্যমের প্রসারে ই-কমার্স ব্যবসায় দুর্দান্ত সাফল্য এসেছে। সাধারণ রিটেইল বাজারে নেসমিত্র ও বিক্রয়কর্মীদের জন্য আনা নতুন ডিজিটাল অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববাজারে সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে কানাডায় ম্যাগি মশলা-এ-ম্যাজিক এবং পশ্চিম আফ্রিকার পাঁচটি দেশে নেসক্যাফে সানরাইজ চালু করা হয়েছে। কাঁচামালের ক্ষেত্রে কফি ও গমের দাম স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা থাকলেও কোকোর বাজারে কিছুটা অস্থিরতা বজায় রয়েছে। অংশীদার ও ক্রেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংস্থা আগামী দিনেও মানসম্মত পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে নেসলে।

বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের নতুন এমডি ও সিইও দীপক রেড্ডি

কলকাতা: বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) ডিজাইনেট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দীপক রেড্ডি। গত ২৩ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, আইআরডিএআই-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি আগামী ১ এপ্রিল ২০২৭ থেকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

বর্তমান এমডি ও সিইও ড. তপন সিংঘেল আগামী ৩১ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালন। মূলত এমডি এবং সিইও পদে ১৫ বছরের সর্বোচ্চ ধারাবাহিক মেয়াদের আইআরডিএআই নির্দেশিকা মেনেই এই নেতৃত্ব পরিবর্তন করা হচ্ছে। দীপক রেড্ডি কার্যকরভাবে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সিইও ডিজাইনেট হিসেবে যোগ দেবেন। বাজাজ ফিনসার্ভ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্জীব বাজাজ ড. তপন সিংঘেলের দীর্ঘমেয়াদী ও অসাধারণ অবদানের প্রশংসা করে বলেন, তপনের দূরদর্শী নেতৃত্বে কোম্পানিটি ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলা দীপক রেড্ডিকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তার তিন দশকেরও বেশি আর্থিক খাতের অভিজ্ঞতা বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

ড. তপন সিংঘেল তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, গ্রাহকদের চিন্তাভাবনা দূর করা এবং বীমা পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করার যাত্রায় তারা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নতুন নেতৃত্ব এই ধারা বজায় রাখবে বলে তিনি আশাবাদী। দীপক রেড্ডি এর আগে বাজাজ ফিনসার্ভ, আমেরিকান এক্সপ্রেস, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং মানাপ্পুরাম ফাইন্যান্সের মতো প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাজাজ গ্রুপের সঙ্গে তার দীর্ঘ ১৭ বছরের সুসম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা এই যাত্রায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আশা।

নতুন এক্সট্রিম 160R 4V ও আপডেটেড এক্সট্রিম 250R আনলো হিরো মোটোকর্প



কলকাতা: প্রিমিয়াম মোটরসাইকেলের সম্ভার আরও শক্তিশালী করতে নতুন এক্সট্রিম 160R 4Vএবং আপডেটেড এক্সট্রিম 250R বাজারে আনল হিরো মোটোকর্প। উন্নত পারফরম্যান্স, আধুনিক রাইডার-সহায়ক প্রযুক্তি এবং নতুন স্টাইলিংয়ের মাধ্যমে বাইক দুটিতে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এক্সট্রিম 160R 4V -তে রয়েছে ১৬৩ সিসির ফোর-ভালভ, অয়েল-কুলড ইঞ্জিন, যা ১৭.১ পিএস শক্তি এবং ১৪.৬ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে। এতে রয়েছে তিনটি রাইডিং মোড, এই বিভাগে প্রথম ক্রুজ কন্ট্রোল প্রযুক্তি, ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস, প্যানিক ব্রেক অ্যালার্ট এবং নতুন টিএফটি কনসোল। বাইকটির স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারিয়েন্টের দাম ১.২৭ লক্ষ টাকা। প্রো ও কার্বন ভ্যারিয়েন্টের দাম যথাক্রমে ১.৩৭ লক্ষ ও ১.৪১ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, আপডেটেড এক্সট্রিম 250R-এ রয়েছে ২৫০ সিসির লিকুইড-কুলড ইঞ্জিন, যা ৩০ PS শক্তি ও ২৫.৩ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে। এতে যুক্ত হয়েছে চারটি রাইডিং মোড, ক্রুজ কন্ট্রোল, বাই-ডিরেকশনাল কুইকশিফটার, টায়ার প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম এবং ফ্রিকোয়েন্সি-সিলেক্টিভ ড্যাম্পিং-সহ পিছনের সাসপেনশন। বাইকটির প্রারম্ভিক মূল্য ১.৯৮ লক্ষ টাকা।

দুটি মোটরসাইকেলই হিরো মোটোকর্পের ডিলারশিপে পাওয়া যাবে। তবে এক্সট্রিম 250R বিক্রি হবে হিরো প্রিমিয়া আউটলেটের মাধ্যমে। ১৭ অক্টোবর থেকে বুকিং শুরু হয়েছে এবং ১ নভেম্বর থেকে ডেলিভারি দেওয়ার কথা। সমস্ত দাম দিল্লির এক্স-শোরুম মূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত।

কলকাতায় এই নতুন মডেলগুলি উন্নত প্রযুক্তি ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক মোটরসাইকেল খুঁজছেন এমন ক্রেতাদের সামনে নতুন বিকল্প তুলে ধরবে। বিশেষত তরুণ বাইকপ্রেমী ও মোটরসাইকেল অনুরাগীদের কাছে মডেল দুটির আকর্ষণ বাড়তে পারে। তবে কলকাতায় এর চাহিদা নির্ভর করবে অন-রোড দাম এবং ডিলারশিপে বাইকের প্রাপ্যতার উপর।

ওপো ফাইন্ড এক্স10 সিরিজে প্রযুক্তির নতুন ছোঁয়া

শিলিগুড়ি: ওপো ইন্ডিয়া তাদের দশম প্রজন্মের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন সিরিজ ফাইন্ড এক্স10 বাজারে এনেছে। সিরিজে রয়েছে ফাইন্ড এক্স10 ও ফাইন্ড এক্স10 প্রো ম্যাক্স। উন্নত ক্যামেরা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সর্বোচ্চ ৮০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ারের ব্যাটারি যুক্ত এই ফোনগুলির দাম শুরু ১,৩৯,৯৯৯ টাকা থেকে। ফাইন্ড এক্স10 -এ রয়েছে দুটি ২০০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। অন্যদিকে, হ্যাসেলব্লাডের সহযোগিতায় তৈরি প্রো ম্যাক্সে রয়েছে তিনটি ২০০ মেগাপিক্সেলের পিছনের ক্যামেরা। দুটি মডেলেই রয়েছে কালারওএস ১৭, এজেন্ট মোড-সহ এআই মাইন্ড পাইলট এবং ৮০ ওয়াট তারযুক্ত ও ৫০ ওয়াট তারবিহীন চার্জিং। প্রো ম্যাক্সে রয়েছে মিডিয়াটেকের ২ ন্যানোমিটার প্রযুক্তির ডাইমেনসিটি ৯৬০০ প্রো প্রসেসর এবং ফাইন্ড এক্স10-এ ৩ ন্যানোমিটার প্রযুক্তির ডাইমেনসিটি ৯৬০০এম প্রসেসর।

পাশাপাশি, ওপো ৮.৮ ইঞ্চির প্যাড মিনি ট্যাবলেট, এনকো এক্স৪ তারবিহীন ইয়ারবাড এবং ১০,০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ারের পাওয়ার ব্যাঙ্ক বাজারে এনেছে। প্যাড মিনিতে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ৫ প্রসেসর এবং এনকো এক্স৪-এ ডাইনঅডিওর সহযোগিতায় তৈরি শব্দপ্রযুক্তি।

ওপো ইন্ডিয়ার যোগাযোগ বিভাগের প্রধান গোল্ডি পট্টনায়ক জানান, নতুন পণ্যগুলির মাধ্যমে উন্নত ছবি তোলা, এআই-নির্ভর কাজ সহজ করা এবং বিভিন্ন সংযুক্ত যন্ত্রে বিষয়বস্তু ধারণ, তৈরি ও ভাগ করে নেওয়ার সুবিধা বাড়ানোই সংস্থার লক্ষ্য।

ফাইন্ড এক্স১০-এর ১২ জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি মডেলের দাম ১,৩৯,৯৯৯ টাকা এবং ৫১২ জিবি মডেলের দাম ১,৬৯,৯৯৯ টাকা। ১২ জিবি র‍্যাম ও ৫১২ জিবি স্টোরেজের ফাইন্ড এক্স১০ প্রো ম্যাক্সের দাম ১,৯৯,৯৯৯ টাকা। প্যাড মিনি, এনকো এক্স৪ ও পাওয়ার ব্যাঙ্কের দাম যথাক্রমে ৯৪,৯৯৯, ১৯,৯৯৯ ও ২,১৯৯ টাকা। প্রযোজ্য শর্ত অনুযায়ী মিলবে ক্যাশব্যাক, পুরনো যন্ত্র বদলে ছাড় এবং ইএমআই সুবিধা।

শ্রী সিটি প্ল্যান্টে উৎপাদনে ১০ বছর পূর্ণ ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়ার



কলকাতা: ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সিটি কারখানায় গাড়ি উৎপাদনের ১০ বছর সফলভাবে পূর্ণ করেছে। ২০১৬ সালের এপ্রিলে উদ্বোধন হয় এই আধুনিক প্ল্যান্টের। তারপর থেকে এই প্ল্যান্টটি বিশ্বমানের ও টেকসই 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' গাড়ি উৎপাদনের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই প্ল্যান্ট থেকে গাড়ি ও ইঞ্জিন রপ্তানি করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের সুজুকি মোটরসের প্রতিনিধি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব ড. এন. যুবরাজ। এই উপলক্ষে ইসুজু মোটরস লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ও সিইও নাওহিরো ইয়ামাগুচি জানান যে, গত অর্থবছর থেকে কোম্পানিটি নিয়মিত মুনাফা অর্জন করছে এবং ভারতের বাজার তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ মিত্তাল বলেন যে গত এক দশকে শ্রী সিটি প্ল্যান্ট থেকে ১ লক্ষেরও বেশি গাড়ি উৎপাদিত হয়েছে এবং সংস্থাটি গত বছর আড়াই গুণ বেশি লাভজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

এছাড়াও ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাকেশি হিরানো ও মিতসুবিশি কর্পোরেশনের গ্রুপ সিইও শিগেরু ওয়াকাবায়াশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও স্থানীয় বাজারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বর্তমানে এই প্ল্যান্টটিতে প্রায় ১,৩০০ কর্মী রয়েছেন, যার মধ্যে ২৮% নারী এবং ৮২% স্থানীয় কর্মী।

বিজয়া দশমীতে নজর কাড়ল ইন্দ্রিয়ার ‘পদ্মিকা’ রঙ্গোলি

কলকাতা: আদিত্য বিড়লার জুয়েলারি ব্র্যান্ড ‘ইন্দ্রিয়া’ বিজয়াদশমী উপলক্ষে ভারতের সবচেয়ে বড় টেকসই জুয়েলারি রঙ্গোলি প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়েছে। বেঙ্গালুরুর ওরিয়ন মল এবং শ্রী সত্য গণপতি শিরডি সাঁইবাবা মন্দিরে আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি ইন্দ্রিয়ার নতুন উৎসবের কালেকশন ‘পদ্মিকা’-র একটি আইকনিক গয়নার ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। চাল, বাজরা এবং বীজের মতো পরিবেশবান্ধব উপাদান দিয়ে তৈরি এই রঙ্গবলি শিল্পকর্মটি যথাক্রমে ৪০০ এবং ১,৬০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই অনন্য উদ্যোগটির পেছনে বিশিষ্ট রঙ্গোলি শিল্পী শিখা শর্মা, যিনি “থ্রি-ডি রঙ্গোলি কুইন” নামে পরিচিত, তাঁর দক্ষতা ও অবদান রয়েছে।

‘পদ্মিকা’ কালেকশনটি ২২ ক্যারট সোনায় তৈরি এবং এটি ‘গোলাপি মীনাকারি’ নামক দুর্লভ গোলাপি এনামেল কারুশিল্পকে নতুন জীবন দিয়েছে। এই শিল্পকর্মে নকশি ফুলের কারুশিল্প এবং পদ্মফুলের ওপর উপবিষ্ট দেবী লক্ষ্মীর পবিত্র রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা সমৃদ্ধি ও নতুন সূচনার প্রতীক। ইন্দ্রিয়ের মার্কেটিং ও ভিজ্যুয়াল মার্চেন্ডাইজিং প্রধান শান্তিস্বরূপ পান্ডা এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, “আমাদের লক্ষ্য অর্থবহ এবং সমসাময়িক অভিব্যক্তির মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদযাপন করা। এই জুয়েলারি রঙ্গোলি আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ।”

এই উদযাপনের অংশ হিসেবে ইন্দ্রিয়া একটি বিশেষ রঙ্গবলি প্রতিযোগিতাও চালু করে, যেখানে গ্রাহকরা তাদের বাড়িতে পদ্মিকা-অনুপ্রাণিত গয়নার রঙ্গোলি তৈরি করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবান ১০০ জন বিজয়ী ২০ মিলিগ্রামের ২২ ক্যারট সোনার কয়েন জেতার সুযোগ পান। উৎসবের পর, শিল্পকর্মে ব্যবহৃত চাল, বাজরা এবং বীজগুলি ‘অখিল কর্ণাটক প্রাণী দয়া সংঘ গোশালা’-র সহযোগিতায় পাখি ও প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে, যা এই উদ্যোগকে আরও টেকসই করে তুলেছে।

আইআইএফএ ২০২৭-এর আগে আবুধাবিতে শোভা রিয়েলটির কৌশলগত সম্প্রসারণ

কলকাতা: শীর্ষস্থানীয় সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক গ্লোবাল লাক্সারি রিয়েল ডেভলপার শোভা রিয়েলটি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত আইআইএফএ প্রেস কনফারেন্সে আবুধাবিতে তাদের কৌশলগত সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উপস্থিতির কথা তুলে ধরে। কোম্পানিটি যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিজেদের উপস্থিতি শক্তিশালী করছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসার ঘটাচ্ছে, তেমনই ভারত একটি প্রধান বাজার হিসেবে রয়ে গিয়েছে, যেখানে মোট বিক্রির ২০ শতাংশই আসে ভারতীয়দের কাছ থেকে।

শোভা রিয়েলটির গ্রুপ চিফ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার মি. আশিস পরাখ-এর উপস্থাপনায় কোম্পানিটি চতুর্থবারের মতো আইআইএফএ উইকেন্ডের টাইটেল স্পন্সর এবং আইআইএফএ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৭-এর কো-প্রেজেন্টিং স্পন্সর হিসেবে আইআইএফএ-র সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে। আগামী ২২-২৩ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে আবুধাবির ইয়াস আইল্যান্ডের ইতিহাদ অ্যারেনায় নির্ধারিত এই আসন্ন আসরটি বিশ্বব্যাপী ভারতীয় দর্শকদের সঙ্গে ডেভলপারের সংযোগকে আরও দৃঢ় করবে।



চলতি বছরের শুরুর দিকে, শোভা রিয়েলটি আবুধাবিতে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত ৪০ বিলিয়ন দিরহামের মাস্টার-প্ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ‘শোভা সিটি’ লঞ্চের মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তাদের সম্প্রসারণ যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। আল বাহিয়ায় অবস্থিত এই প্রকল্পটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানীতে কোম্পানির প্রথম বড় আকারের আবাসিক সম্প্রদায়।

আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ায় আঞ্চলিক অফিস ও কৌশলগত জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে তাদের গ্লোবাল সম্প্রসারণ কৌশলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শোভা রিয়েলটি।

আইআইএফএর সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং আবুধাবিতে সম্প্রসারণ সম্পর্কে শোভা রিয়েলটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. ফ্রান্সিস আলফ্রেড বলেন, “আমাদের তিনটি আমিরাতে এখন ৭৯ মিলিয়ন বর্গফুট জায়গা জুড়ে ৩৭, হাজারেরও বেশি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। আমাদের লক্ষ্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের সবচেয়ে বড় ডেভেলপার হওয়া নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম সেরা ও সম্মানজনক ডেভেলপার হয়ে ওঠা।”

প্রেস কনফারেন্সে মি. আশিস পরাখ বলেন, “ভারতের ক্রেতাদের আস্থাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার মূল চাবিকাঠি। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো বাজারে ব্যবসা বাড়ানোর পাশাপাশি, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো চমৎকার কাজ ও উচ্চমানের নির্মাণশৈলী উপহার দেওয়া।”

বাংলার ঐতিহ্য যাপনে ফরচুনের বিশেষ পুজো উদ্যোগ

দুর্গাপুর: এডব্লিউএল অ্যাগ্রি বিজনেস লিমিটেডের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড ফরচুন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও দুর্গাপুজোর আবহ উদযাপনে ৩৬০ ডিগ্রি প্রচারাভিযান শুরু করেছে। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পকলা, গ্রাহক-সম্পৃক্ততা এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

এ বছরের অন্যতম আকর্ষণ দেশপ্রিয় পার্কে ৩,০০০-এরও বেশি ফরচুনের জার ও পণ্যের প্যাকেট দিয়ে তৈরি রাজবাড়ির আদলে বিশেষ স্থাপনা। প্রখ্যাত বাঙালি শিল্পী ও দক্ষ কারিগরদের সহযোগিতায় তৈরি এই শিল্পকর্মে বাংলার বনেদি বাড়ির স্থাপত্য ও আভিজাত্য তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, বাদামতলা আশার সংঘে চাল, ডাল, পোহা ও সয়া নাগেট দিয়ে তৈরি ম্যুরাল টানেলে মহালয়া, কলাবউ স্নান, অষ্টমীর অঞ্জলি, ভোগ ও সিঁদুরখেলার মতো পুজোর আচার চিত্রিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এডব্লিউএল অ্যাগ্রি বিজনেস লিমিটেডের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের যুগ্ম সভাপতি মুকেশ মিশ্র জানান, দুর্গাপুজোর মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে চায় সংস্থা।



একই সঙ্গে সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছেও উৎসবের আনন্দ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ফরচুনের #PUJOTEAMIETAKORI প্রচারাভিযানে মহালয়ায় ভোরে ওঠা, নতুন পোশাক পরা, প্যান্ডেল ঘোরা ও বিশেষ খাবার উপভোগ করার মতো ব্যক্তিগত পুজোর রীতি ও স্মৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রাহকদের নিজেদের পুজোর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, #FORTUNESOBARPUJO উদ্যোগের মাধ্যমে বয়স, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে পুজোয় অংশ নিতে না পারা মানুষদের কাছে উৎসবের আনন্দ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি আসানসোল ও দুর্গাপুরেও এই উদ্যোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে ফরচুন। এর আওতায় অনাথ আশ্রমের ৩,০০০-এরও বেশি শিশু ও বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া কলকাতার উল্টোডাঙা ও রুবি মোড়ে ৪৭,০০০ বর্গফুটেরও বেশি এলাকা জুড়ে বহিরাঙ্গন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফরচুনের বিভিন্ন পণ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার ঐতিহ্য, শিল্পকলা ও সামাজিক সম্প্রীতিকে একসূত্রে বেঁধে পুজোর আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া এবং গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক আরও দৃঢ় করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

হাইব্রিড হোম লোনের সুবিধা নিয়ে হাজির কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক

কলকাতা: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) সাম্প্রতিক রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৫.৫০ শতাংশ করায় গৃহঋণের ইএমআই নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গৃহঋণগ্রহীতারা যাতে অতিরিক্ত সুদের বোঝা থেকে রক্ষা পান, তার জন্য কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে হাইব্রিড হোম লোন সামনে এনেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হোম লোন নেওয়ার পরের প্রথম কয়েক বছর মানুষের আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠিন সময় কাটে। কারণ ডাউন পেমেন্টের পাশাপাশি স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, অন্দরসজ্জা এবং ঘরের জিনিসপত্র কেনার মতো অতিরিক্ত খরচ সামলাতে হয়। ফ্লোটিং রেট বা পরিবর্তনশীল সুদের হারের লোন নিলে সুদের হার বাড়লে ইএমআই বা ঋণের মেয়াদ বেড়ে যায়, যা সাধারণ পরিবারের বাজেটে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের এই হাইব্রিড হোম লোনের মাধ্যমে গ্রাহকরা ৩৯, ৫২ বা ৬৫ মাসের জন্য তাঁদের সুদের হার নির্দিষ্ট রাখতে পারেন। ব্যাংকের সাধারণ ফ্লোটিং রেটের সমতুল্য প্রিসিংয়েই এই সুবিধা পাওয়া যায়, যার জন্য কোনও আলাদা প্রিমিয়াম দিতে হয় না। ফলে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেপো রেট বৃদ্ধি পেলেও গ্রাহকের সুদের হার এবং ইএমআই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লোনটি আবার রেপো রেটের সঙ্গে যুক্ত ফ্লোটিং রেটে রূপান্তরিত হয়।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের মর্টগেজেস-এর বিজনেস হেড নকুল সাক্সেনা জানিয়েছেন, “লোন নেওয়ার পরের প্রথম কয়েক বছর গৃহঋণগ্রহীতাদের আর্থিক চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে। যে সমস্ত গ্রাহক কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকতে চান, তাঁদের জন্য হাইব্রিড হোম লোন রেপো রেট বৃদ্ধির অনিশ্চয়তা থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।”

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কম সুদের হারের পেছনে না ছুটে দীর্ঘমেয়াদী সাশ্রয় এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার কথা মাথায় রেখে সঠিক হোম লোন বেছে নেওয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ।

ভারতের ১ নম্বর ইভি হিসেবে লঞ্চ হলো এমজি উইন্ডসর INDULGE এডিশন

কলকাতা: ভারতের এক নম্বর ইভি-র আরও আকর্ষণীয় ও প্রিমিয়াম রূপ হিসেবে এমজি উইন্ডসর ‘INDULGE’ এডিশন লঞ্চ করল জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া। ৩৮ কিলোওয়াট-আওয়ার ব্যাটারি প্যাকযুক্ত এই গাড়িটি ১০০ কিলোওয়াট (১৩৬ পিএস) শক্তি ও ২০০ এনএম টর্ক প্রদান করে এবং এর সার্টিফাইড রেঞ্জ ৩৩২ কিমি।

গাড়ির বাহ্যিক নকশায় প্রিমিয়াম ভাব ফুটিয়ে তুলতে শ্যাডো গোল্ড বডি কালারের সঙ্গে কালো ছাদ (ব্ল্যাক রুফ), ব্ল্যাক ওআরভিএম, আর-১৮ ব্ল্যাক অ্যালয় হুইল এবং সি-পিলারে এক্সক্লুসিভ ‘INDULGE’ ব্যাজ দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরে কেবিনে রয়েছে আরবান ট্যান ও ব্ল্যাক



আপহোলস্ট্রি থিম এবং ফ্রন্ট হেডরেস্টে বিশেষ ‘INDULGE’ এমব্রয়ডারি। এছাড়া পেছনের যাত্রীদের বিনোদনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে থাকছে ‘প্রিভ স্ক্রিন’।

সংস্থার চিফ কমার্শিয়াল অফিসার বিনয় রায়না বলেন, “উইন্ডসর আমাদের ইভি সেগমেন্টের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। মাত্র ২৪ মাসে ৮০,০০০-এর বেশি পরিবারের কাছে পৌঁছানো একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই INDULGE এডিশনটি আনা হয়েছে, যা গ্রাহকদের আরও প্রিমিয়াম ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেবে।”

এয়ার গ্লাইড ডিজাইন ফিলোসফি এবং ১৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত রিক্লাইনিং সিটযুক্ত এই সিইউভিটি শহুরে গতিশীলতায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

ভারতের এক নম্বর ইভি-র আরও আকর্ষণীয় ও প্রিমিয়াম রূপ হিসেবে আজ এমজি উইন্ডসর ‘INDULGE’ এডিশন লঞ্চ করল জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া। ৩৮ কিলোওয়াট-আওয়ার ব্যাটারি প্যাকযুক্ত এই গাড়িটি ১০০ কিলোওয়াট (১৩৬ পিএস) শক্তি ও ২০০ এনএম টর্ক প্রদান করে এবং এর সার্টিফাইড রেঞ্জ ৩৩২ কিমি। এতে রয়েছে শ্যাডো গোল্ড বডি ও ব্ল্যাক রুফ, ১৮ ইঞ্চি অ্যালয় হুইল এবং এক্সক্লুসিভ ‘INDULGE’ ব্যাজ। কেবিনে রয়েছে আরবান ট্যান-ব্ল্যাক আপহোলস্ট্রি, বিশেষ হেডরেস্ট এমব্রয়ডারি এবং পেছনের যাত্রীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ‘প্রাইভ স্ক্রিন’। সংস্থার চিফ কমার্শিয়াল অফিসার বিনয় রায়না জানান, গ্রাহকদের আরও প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দিতেই এই বিশেষ সংস্করণ আনা হয়েছে।

কলকাতার সল্টলেকে নতুন ক্যাফে লঞ্চ করলো BARISTA COFFEE



কলকাতা: দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কফি চেইন BARISTA COFFEE কলকাতার সল্টলেকে তাদের সপ্তম এবং দেশজুড়ে ৫৫৫তম ক্যাফে চালুর মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসার পরিধি আরও বাড়াল। নতুন এই আউটলেটটি এমন এক অভিনব হাইব্রিড ক্যাফে ফরম্যাটে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সুস্বাদু খাবার ও পানীয়ের পাশাপাশি কাজ, মিটিং এবং পারস্পরিক আলোচনার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে।

নতুন এই ক্যাফেতে সিগনেচার ড্রিংকস, প্রোটিন কফি, মাচা এবং বাবল টি-এর মতো পানীয়ের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে। এর পাশাপাশি জিভে জল আনা স্যান্ডউইচ, পিৎজা, পাস্তা, রোল এবং ইংলিশ ব্রেকফাস্টের মতো খাবারও পাওয়া যাবে। কফিপ্রেমী থেকে শুরু করে রিমোট ওয়ার্কার সকল প্রফেশনালদের জন্যই এখানে আড্ডা বা কাজের দারুণ পরিবেশ রয়েছে।

এই বিশেষ মাইলফলক উপলক্ষে BARISTA COFFEE-র সিইও রজত আগরওয়াল বলেন, "৫৫৫টি ক্যাফের মাইলফলক স্পর্শ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমাদের গ্রাহকদের আস্থা, টিম ও অংশীদারদের নিষ্ঠার ফলেই আজ আমরা এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি।"

তিনি আরও জানান, "আমরা শুধু ব্যবসার পরিধিই বাড়াচ্ছি না, বরং নতুন বাজারে পৌঁছে যাওয়া এবং দারুণ কফির মাধ্যমে মানুষদের এক সুতোয় বেঁধে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের গ্রাহক, কর্মী এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশীদারদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ব্যারিস্তায় প্রতিটি কাপের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে একটি করে সুন্দর গল্প, আর ৫৫৫টি ক্যাফে নিয়ে আমরা আগামী দিনেও এই পথচলা অব্যাহত রাখব।"

মোটরবাইক বিমায় সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরল টাটা এআইজি

শিলিগুড়ি: ভারতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল (ইভি) বা বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটর বিমার ক্ষেত্রে নতুন সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরল টাটা এআইজি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। VAHAN-এর ডেটা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) দেশে ২৫.৩৭ লক্ষ ইভি রেজিস্টার্ড হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫২ শতাংশ বেশি। সেপ্টেম্বরে রেকর্ড ৩,৩৬,০০০-এর বেশি ইভি নথিভুক্ত হয়েছে, যা এই বছরের সর্বোচ্চ মাসিক রেকর্ড।

ইভি-র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও ঝুঁকির ধরন প্রচলিত জ্বালানিচালিত গাড়ির থেকে অনেকটাই আলাদা। গাড়িটির সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ হলো ব্যাটারি। এছাড়া বিশেষায়িত মেরামত এবং চার্জিং সংক্রান্ত নানা ঝুঁকি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

টাটা এআইজি-র মোটর আন্ডাররাইটিং প্রধান এ কিরণ কুমার জানান, ভারতের ইভি বাজার এখন প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়ে মূলধারায় প্রবেশ করেছে। তাই ভেহিকেল ও ব্যাটারির সুরক্ষা নিয়ে মালিকদের নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করা জরুরি।

টাটা এআইজি জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের পক্ষ থেকে ইভি মালিকদের পলিসির পরিধি ভালোভাবে খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ব্যাটারি সংক্রান্ত ক্ষতি, চার্জিং সরঞ্জামের সুরক্ষা, অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ এবং ইলেকট্রিক সার্জ সিকিউর বা ব্যাটারি কনভেনিয়েন্স কভারের মতো অ্যাড-অন কভারগুলো পলিসিতে অন্তর্ভুক্ত আছে কি না, তা যাচাই করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কর্মাশিয়াল ইভি এবং ফ্লিট সুরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবসার ধারাবাহিকতা ও মেরামতের সময় গাড়ির ডাউনটাইম কমানোর বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিচ্ছে এই বীমা সংস্থা।

জেরবা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি পেল শর্ট ফিল্ম 'তোয়াজ'



কলকাতা: তিউনিসিয়ায় আয়োজিত 'জেরবা ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ উইমেন অ্যান্ড ইয়ুথ সিনেমা'-এর দ্বাদশ সংস্করণে 'অতিথি রাষ্ট্র' হিসেবে অংশগ্রহণ করে ভারত বিশ্বমঞ্চে নিজেদের কূটনৈতিক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক উৎকর্ষের স্বাক্ষর রেখেছে। ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর চার দিনব্যাপী এই মর্যাদাপূর্ণ উৎসবে ভারতের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'তোয়াজ' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

অভিজিৎ শ্রীবাস্তব পরিচালিত ভারতীয় শর্ট ফিল্ম 'তোয়াজ' এই আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি কম্পিটিটিভ শর্ট-ফিল্ম ক্যাটেগরিতে তৃতীয় পুরস্কার জয় করেছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। চলচ্চিত্রটির কাহিনি এবং কারিগরি উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক দর্শক ও জুরি সদস্যদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।

তিউনিসিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছে, "জয়! দ্বাদশ 'জেরবা ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ উইমেন অ্যান্ড ইয়ুথ সিনেমা'-এর আনুষ্ঠানিক শর্ট-ফিল্ম ক্যাটেগরিতে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছে 'হোয়াইট লোটাস' (চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা সংস্থার নাম)। পরিচালক অভিজিৎ শ্রীবাস্তব ও পুরো দলকে অনেক অনেক অভিনন্দন!"

নারী ও তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পকর্ম একত্রিত হয়েছিল। ভারত ছাড়াও আলজেরিয়া, মরক্কো, লেবানন, মিশর, সিরিয়া, বাহরাইন, কাতার, ক্রোয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ফিলিস্তিনসহ ৩৮টি দেশের ৬৮টি অসাধারণ চলচ্চিত্র এই উৎসবে দেখানো হয়েছে।

উৎসবে 'অতিথি রাষ্ট্র' হিসেবে ভারতের বিশেষ স্বীকৃতি এবং 'তোয়াজ'-এর এই অভাবনীয় সাফল্য বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এই অর্জন ভারত ও তিউনিসিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় গভীরতর করতে এবং শৈল্পিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই আয়োজন দুই দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে সহযোগিতার নতুন পথ উন্মুক্ত করতে পারে।

স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী

ঘুমের মধ্যেই হতে পারে স্ট্রোক! প্রাণে বাঁচতে চিনে নিন লক্ষণ

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেখলেন হাত-পা ঝিনঝিন করছে। কখনও আবার মাথা ভার লাগতে শুরু করে। অনেকেই ভাবেন এসব নিছকই ভুল শোয়ার ভঙ্গির সমস্যা। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর হঠাৎ কথা জড়িয়ে যাওয়া, শরীরের এক দিক অবশ হয়ে যাওয়া কিংবা হাঁটতে গিয়ে ভারসাম্য হারানোর মতো উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক হওয়া জরুরি। এগুলি হতে পারে ওয়েক-আপ স্ট্রোকের লক্ষণ। চিকিৎসকদের মতে, ইস্কেমিক স্ট্রোকে আক্রান্তদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্ষেত্রে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম উপসর্গ ধরা পড়ে।

ওয়েক-আপ স্ট্রোক কী?

রাতে কোনও সমস্যা ছাড়াই ঘুমোতে যাওয়ার পর সকালে ঘুম ভাঙতেই স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলে তাকে ওয়েক-আপ স্ট্রোক বলা হয়। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ইস্কেমিক স্ট্রোক হয়। আবার মস্তিষ্কের কোনও রক্তনালি ফেটে রক্তক্ষরণ হলেও স্ট্রোক হতে পারে।

এই ধরনের স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হল, ঘুমের মধ্যে ঠিক কখন উপসর্গ শুরু হয়েছে, তা বোঝা যায় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে রোগী নিজে অথবা পরিবারের সদস্যেরা প্রথম বিষয়টি বুঝতে পারেন। এক হাত নাড়াতে না পারা, কথা বলতে অসুবিধা বা দাঁড়াতে গিয়ে টলমল করার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

সকালে উঠে যে লক্ষণগুলি অবহেলা করবেন না

মস্তিষ্কের কোন অংশ আক্রান্ত হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে স্ট্রোকের উপসর্গ আলাদা হতে পারে। তবে কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

হাত-পায়ে দুর্বলতা: শরীরের এক দিকের হাত বা পা হঠাৎ অবশ হয়ে যাওয়া কিংবা শক্তি কমে যাওয়া।

মুখ বেঁকে যাওয়া: হাসতে গেলে মুখের এক দিক ঝুলে পড়া।

কথা জড়িয়ে যাওয়া: কথা বলতে অসুবিধা হওয়া অথবা অন্যের কথা বুঝতে সমস্যা।

দৃষ্টির সমস্যা: হঠাৎ ঝাপসা দেখা, দু'টি করে দেখা বা দৃষ্টিশক্তি হারানো।

ভারসাম্য হারানো: হাঁটতে গিয়ে টলমল করা, মাথা ঘোরা বা সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারা।

সমন্বয়ের অভাব: হাত-পায়ের স্বাভাবিক নড়াচড়ায় সমস্যা হওয়া।

তীব্র মাথাব্যথা: হঠাৎ অসহ্য মাথাব্যথা শুরু হওয়া, বিশেষত অন্য উপসর্গের সঙ্গে দেখা দিলে।

উপসর্গ দেখা দিলে কী করবেন?

সাধারণ স্ট্রোকের ক্ষেত্রে উপসর্গ শুরুর সময় চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ওয়েক-আপ স্ট্রোকে উপসর্গ ঠিক কখন শুরু হয়েছে, তা জানা যায় না। তাই চিকিৎসকেরা রোগীকে শেষ কখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা গিয়েছিল, সেই সময়টিকে গুরুত্ব দেন। একে বলা হয় 'লাস্ট নোন ওয়েল'।

সকালে ঘুম থেকে উঠে স্ট্রোকের কোনও লক্ষণ দেখা দিলে অপেক্ষা না করে অবিলম্বে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। উপসর্গ নিজে থেকে কমে গেলেও চিকিৎসা করানো জরুরি। কখন ঘুমিয়েছেন, কখন শেষ সুস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং কখন উপসর্গ ধরা পড়েছে, সেই তথ্য চিকিৎসককে জানান।

স্ট্রোকের চিকিৎসায় সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছলে রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ বাড়তে পারে। তাই হাত-পা অবশ হওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া বা হঠাৎ ভারসাম্য হারানোর মতো লক্ষণকে সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাবেন না।

আলমাটি ওপেন ডাবলস খেতাব জিতলেন ইউকি ভামব্রি



নিজস্ব প্রতিবেদন

কাজাখস্তান: আন্তর্জাতিক টেনিসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন দেশের শীর্ষ বাছাই ডাবলস তারকা ইউকি ভামব্রি। কাজাখস্তানে আয়োজিত এটিপি ২৫০ আলমাটি ওপেনের পুরুষ ডাবলস ফাইনালে তাঁর মার্কিন সঙ্গী রায়ান সেগারম্যানের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেতাব জয় করলেন তিনি।

টুর্নামেন্টের ফাইনালে চতুর্থ বাছাই ইন্দো-আমেরিকান জুটি কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রিয়ার শীর্ষ বাছাই লুকাস মিডলার ও নিল ওবারলাইটনার জুটির বিরুদ্ধে। ২৫ অক্টোবরের রুদ্ধশ্বাস এই ম্যাচে ইউকি-সেগারম্যান জুটি ৭-৬, ৬-৭, ১০-২ সেটে জয় ছিনিয়ে নেয়। প্রথম সেটে টাইব্রেকে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় সেটে কিছুটা ধাক্কা খেলেও, চূড়ান্ত সুপার টাইব্রেকে দুরন্ত পারফর্ম করে ম্যাচ নিজেদের পকেটে পুরে নেন তাঁরা।

চলতি ২০২৬ মরসুমে এটি ইউকি ভামব্রির প্রথম এটিপি ট্যুর খেতাব। পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ পেশাদার টেনিস কেরিয়ারের এটি পঞ্চম এটিপি ডাবলস শিরোপা।

৩৪ বছর বয়সি এই অভিজ্ঞ ভারতীয় তারকা এর আগে ২০২৩ সালে মায়োর্কা ওপেন, ২০২৪ সালে জিস্তাড ও মিউনিখ ওপেন এবং ২০২৫ সালে মর্যাদাপূর্ণ এটিপি ৫০০ দুবাই টুর্নামেন্টে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। কাজাখস্তানের এই অবিস্মরণীয় জয় আগামী টুর্নামেন্টগুলির আগে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলল।

শ্রেণিকক্ষে ক্রীড়া মূল্যবোধ পৌঁছে দিতে মৌ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: দেশের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন ক্রীড়া মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে ২৮ অক্টোবর, বুধবার এক সমঝোতা স্মারক বা মউ স্বাক্ষর করল কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক, শিক্ষা মন্ত্রক এবং ইউনেস্কো। 'স্পোর্টস ভ্যালুজ ইন এভরি ক্লাসরুম টুলকিট'-এর আওতায় এই চুক্তি হস্তান্তরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী এবং ইউনেস্কোর দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিকর্তা ড. টিম কার্টিস।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানান, এই পদক্ষেপ শিক্ষা ও খেলাধুলার মধ্যকার দীর্ঘদিনের দূরত্ব ঘোচাতে সাহায্য করবে। পড়াশোনায় ভালো ফল করা শিক্ষার্থীরা সবসময় খেলায় অংশ নেয় না উল্লেখ করে তিনি তৃণমূল স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি ও তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য উন্নত পথ তৈরির ওপর জোর দেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য বলেন, ক্রীড়া উৎকর্ষ এবং নৈতিক সততা সবসময় হাত ধরাধরি করে চলা উচিত। সাফল্য অর্জনে প্রতিভা, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি সততা, স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতাও সমানভাবে অপরিহার্য। শ্রেণিকক্ষ ও খেলার মাঠের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সততার মতো মূল্যবোধ গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সারাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে এবং একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ ক্রীড়া ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই টুলকিটের ভিডিও মডিউলগুলি মোট ১৩টি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ করা হবে বলে জানিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক।

ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটদের অভিনন্দন রাষ্ট্রপতির

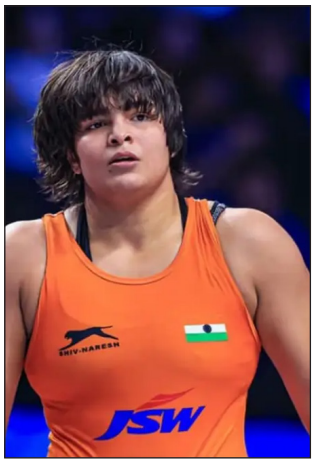


বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬-এ ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটদের রেকর্ড ১১৪টি পদক অর্জনের অভূতপূর্ব সাফল্যে আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, টিম ইন্ডিয়ার কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অটল আত্মবিশ্বাসের মূলে থাকা এই অসাধারণ সাফল্য এমন একটি নজির স্থাপন করেছে যা যুবসমাজকে সীমাবদ্ধতার কাছে হার না মানতে, বড় স্বপ্ন দেখতে, নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে এবং সর্বদা ইতিবাচক থাকতে অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি পুরো ভারতীয় কন্টিনজেন্টকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া রুপো ভারতের



নিজস্ব প্রতিবেদন

আস্তানা: কাজাখস্তানের আস্তানায় আয়োজিত বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত সাফল্য ছিনিয়ে নিলেন ভারতের দুই মহিলা কুস্তিগির নীলম সিরোহি ও কাজল ঢোচক। ২৮ অক্টোবর, বুধবার নিজ নিজ বিভাগে লড়াই করে দুজনেই জিতে নিয়েছেন রুপোর পদক।

মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে জাপানের কিংবদন্তি কুস্তিগির ইউই সুসাকির মুখোমুখি হন ২৬ বছর বয়সী নীলম সিরোহি। সেখানে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে তাঁকে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্যদিকে, ৭৬ কেজি বিভাগের ফাইনালে ইউক্রেনের আনাস্তাসিয়া আলপিয়েভার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেন তরুণ কুস্তিগির কাজল ঢোচক। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৬-৮ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে তিনিও রুপোর পদক অর্জন করেন।

বিশ্বমঞ্চে এই গৌরবজনক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ভারতীয় কুস্তিতে অনন্য নজির গড়েছেন নীলম ও কাজল। ইতিপূর্বে ২০২১ সালে অংশু মালিক বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে রুপো জয় করেছিলেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন নীলম সিরোহি ও কাজল ঢোচক।

'টেম্পল' ডিভাইস পরীক্ষা করলেন শুভমান গিল

বিশেষ প্রতিবেদন

অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করলেন ভারতের অধিনায়ক শুভমান গিল। অনুশীলনে জোম্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা দীপিন্দর গোয়ালের তৈরি এআই ফিটনেস ডিভাইস 'টেম্পল' পরে নজরে আসেন তিনি। রোহিত শর্মা ও কেএল রাহুলের সাথে যোগ দিয়ে ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের জন্য এখন জোর অনুশীলন চালাচ্ছেন গিলরা।





কোয়ার্টার ফাইনালে আনাহত সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন

স্কোয়াশ: কানাডিয়ান উইমেন্স ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন আনাহত সিং।

স্কোয়াশে, ইংল্যান্ডের সারান ঘিয়েমকে চার গেমের ম্যাচে পরাজিত করে কানাডিয়ান উইমেন্স ওপেন স্কোয়াশ টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতের আনাহত সিং।

বর্তমানে বিশ্ব তালিকায় ১৫তম স্থানে থাকা আনাহত দ্বিতীয় রাউন্ডে ৫২তম স্থানাধিকারী সারানকে ১১-৬, ৪-১১, ১১-৫, ১১-৭ ব্যবধানে পরাজিত করেন। প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন আনাহত। টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচে তিনি মিশরের বিশ্ব তালিকায় ৭ নম্বর ও শীর্ষ বাছাই খেলোয়াড় ফায়রুজ আবোলখেইরের মুখোমুখি হবেন।

কমনওয়েলথ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন

আহমেদাবাদ: ঘরের মাঠে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ভারতীয় কাবাডি দল। আহমেদাবাদে আয়োজিত উদ্বোধনী কমনওয়েলথ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে তানজানিয়াকে ৪৮-২০ ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়ে দাপটের সঙ্গে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। ২৮ অক্টোবর, বুধবার এই দুর্দান্ত জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের টানা পাঁচটি ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ধরে রাখল আয়োজক দেশ। আগামীতে তারা শেষ চারের লড়াইয়ে মাঠে নামবে। গ্রুপ পর্বের শীর্ষস্থান আগেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার



শেষ গ্রুপ ম্যাচে নামবে ভারত।

কাবাডি শুধু একটি আন্তর্জাতিক খেলা নয়, এটি প্রাচীন ভারতের মাটি থেকে উঠে আসা অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও শ্বাসরুদ্ধকর দেশীয় ক্রীড়া। হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও রণকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে এই খেলার উৎপত্তি হয়। কাবাডি খেলার মূল আকর্ষণ হলো একক রেইডারের সঙ্গে একাধিক ডিফেন্ডারের শারীরিক ও মানসিক বুদ্ধিমত্তার টানাপোড়েন। মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে দম ধরে রেখে বিপক্ষের কোর্টে গিয়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনা এবং নিরাপদে ফিরে আসার এই দ্বৈরথ দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে। কালের পরিক্রমায় কাদা-মাটির মাঠ পেরিয়ে কাবাডি আজ আধুনিক ম্যাট এবং আলো ঝলমলে আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজের স্থান পোক্ত করেছে। এশিয়ান গেমস থেকে শুরু করে আজকের কমনওয়েলথ মঞ্চ—বিশ্বজুড়ে এই খেলার দ্রুত প্রসার ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়।

পুরুষদের পাশাপাশি নারী ও পুরুষ বিভাগের অন্যান্য আন্তর্জাতিক ম্যাচেও এদিন একাধিক চমকপ্রদ ফলাফল দেখা গিয়েছে। মহিলা বিভাগে নিজেদের অপরাজিত যাত্রা অব্যাহত রেখেছে কেনিয়া; তারা স্কটল্যান্ডকে ৬১-১৬ ব্যবধানে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছে। অন্য একটি ম্যাচে মালয়েশিয়া ৬২-১৭ পয়েন্টে সিঙ্গাপুরকে পরাজিত করেছে।

অন্যদিকে পুরুষদের অন্য খেলায় বাংলাদেশ ৬০-২৮ ব্যবধানে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেয়। বাংলাদেশের হয়ে মিজানুর রহমান একাই ১২ পয়েন্ট এবং দ্বিপায়ন গোলদার ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন। দিনের অপর ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৬২-৩০ পয়েন্টে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে কানাডা। কানাডার পক্ষে অনমোল ঠাকুর ১৯ পয়েন্ট এবং মনপ্রীত সিং ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দলের বড় জয়ে নেতৃত্ব দেন। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টটি এখন জমে উঠেছে এবং ঘরের মাঠে ভারতের নজর এখন চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফিতে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96